

আরজি করে বাইক পার্কিং করলেও দিতে হত তোলা, টাকা যেত সন্দীপের পকেটে, জানাল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বরঃ আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে এবার বাইক পার্কিং থেকেও তোলাবাজি চালানোর অভিযোগ করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, এই তোলাবাজির ভাগ সরাসরি সন্দীপ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা দেহরক্ষী আফসার আলির পকেটে ঢুকেছে! বৃহস্পতিবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে আরজি কর আর্থিক দুনীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। এই মামলায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হলেন সন্দীপ ঘোষ। পাশাপাশি, এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সন্দীপের সঙ্গে ‘যোগ্য সঙ্গত’ দেওয়ার অভিযোগে সিবিআই সন্দীপের পাশাপাশি তাঁর ‘শাগরেন্দ’ আফসারকও প্রে্ষতার করেছিল। আদালতে সিবিআই জানিয়েছে, এই মামলার তদন্তে একাধিক সাক্ষীর সঙ্গে কথা বলেছেন গোয়েন্দারা। তাতে জানা গিয়েছে, আরজি কর হাসপাতাল চত্বরে কেউ বাইক পার্ক করলেই তাঁর কাছ থেকে তোলা আদায় করা হত। সেই টাকায় সরাসরি লাভবান হয়েছেন সন্দীপও আফসার। এমনকী, আফসারকে বেআইনিভাবে একাধিক কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে সন্দীপের বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে, প্রশ্ন উঠেছে আফসারের নিয়োগে নিয়েই! যদিও আফসারের আইনজীবী এই সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। এদিন এই মামলার শুনানি শুরু হলে আফসারের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জমিনের আবেদন করেন। এবং নিজের আবেদনের স্বপক্ষে বেশ কিছু জোরালো প্রমাণ দেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যদি সত্যিই আফসার বাইক পার্কিং থেকে তোলাবাজি করে থাকেন, তাহলে সেই টাকা কোথায় গেল? সেই টাকা সিবিআই উদ্ধার করতে পারল না কেন? পাশাপাশি, আফসারের আইনজীবী আরও প্রশ্ন তোলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে জালিয়াতির ধারায় মামলা রুজু করার পরও সিবিআই কেন সেই সংক্রান্ত জোরালো নতি পেশ করতে পারছে না? যদিও সিবিআইয়ের বক্তব্য, বাইক পার্কিং থেকে তোলাবাজি করার অসংখ্য সাক্ষী রয়েছেন। আর আর্থিক দুনীতিতে আলাপের কী ভূমিকা ছিল, কীভাবে তিনি উপকৃত হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চার্জশিটেই দেওয়া রয়েছে। সিবিআইয়ের আরও অভিযোগ, সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং স্বাস্থ্য ভবনকে পাশ কাটিয়ে আফসারের বেনামী সংস্থাকে একাধিক কাজের বরাত পাইয়ে দিয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। যদিও আফসারের আইনজীবীর বক্তব্য, সিবিআই মুখে এসব অভিযোগ করলেও এর স্বপক্ষে তেমন কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। তিনি আরও জানান, তাঁর মক্কেলকে সহকারী নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে আরজি করে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাই তিনি সন্দীপ ঘোষকে চিনতেন। এর থেকে বেশি তাঁদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক ছিল না। কারণ, তাঁর মক্কেল সন্দীপ ঘোষের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন না। পালটা সিবিআই আদালতকে জানিয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তারা জানিয়েছে, আফসার অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী। তাই তাঁকে সরকারি কর্মী বলা যায় না।

এক দেশ এক ভোট বিলে সায় দিল মোদি মন্ত্রিসভা, এর পর কী!

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বরঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পাস হয়ে গেল ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ বিল। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তরফ থেকে এই বিলে সিলমোহর দেওয়া হয়। যার প্রধান লক্ষ্য হল - সারা দেশে একইসঙ্গে সমস্ত নির্বাচনের আয়োজন করা। যে ব্যবস্থাপনা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধাপে কার্যকর করা হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, খুব সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই এই বিল সংসদে উপস্থাপিত করা হবে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’-এর উদ্যোগে সম্মতি জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। যাতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, এই বিল আইনে পরিণত হলে আগামী দিনে সারা দেশে লোকসভা, বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচন - সবকিছুই ১০০ দিনের সময়সীমার মধ্যে কার্যত একসঙ্গে মিটিয়ে ফেলা হবে। মোদি সরকারের যুক্তি, এই ব্যবস্থাপনা কার্যকর হলে একদিকে যেমন নির্বাচনের খরচ কমেবে, তেমনই বারবার নির্বাচনী বিধিনিষেধ এবং আদর্শ আচরণ বিধি পালনের ব্যক্তিও কমেবে। সেক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ করার সময় আরও বেশি পাওয়া যাবে বলেও দাবি করছে সরকার পক্ষ। কেন্দ্রের প্রধান শাসকদল বিজেপির তরফ থেকে একটি তিন লাইনের হুইপ জারি করা হয়েছে। তাতে দলীয় সাংসদের উদ্দেশ্যে কড়া এবং নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, তারা সবকলেই যেন আগামী ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর (আগামিকাল ও পরশু) অবশ্যই



সংসদে উপস্থিত থাকেন। সূত্রের দাবি, ওই দুই দিন সংসদের অধিবেশনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেই কারণেই এই হুইপ জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবারই ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নিয়ে কঠোর এবং স্পষ্ট ভাষায় আরও একবার কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর বক্তব্য ছিল, একের পর এক নির্বাচনে মার খাচ্ছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন। এই বাধা কাটাতে তাই ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ চালু করা ছাড়া কোনও গতি নেই। কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত আন্তর্জাতিক গীতা পাঠের অন্ত্যূন মঞ্চ থেকে শিবরাজ দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বে এভাবেই সারা দেশে প্রগতি ও সমৃদ্ধি বানাদ পায়। প্রসঙ্গত, গত ৯ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা আইএনএস দাবি করেছিল, মোদি সরকার ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ নীতি কার্যকর করতে শীঘ্রই পদক্ষেপ করতে চলেছে। এবং চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত বিল সংসদে পেশ করার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে।

পিছিয়ে গেল এসএসসির ২৬০০০ চাকরি বাতিলের শুনানি, এবার বিবেচনা করা হবে দুটি বিষয়



নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বরঃ এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার চূড়ান্ত রায়দান হল না। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল এখনই এটা সম্ভব নয়। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বৈধেই এই মামলা উঠেছিল। আবেদনকারীদের আইনজীবী নথি দেখে এই মামলার দ্রুত

নিষ্পত্তি চান। তবে আদালতের বৈধেই জানানো হয়েছে এই মামলার এখনও সুনানির প্রয়োজন রয়েছে। এই মামলার একাধিক দিক রয়েছে। তবে দুটি বিষয়ে বিবেচনার কথা জানিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত এসএসসির অধীনে সব মিলিয়ে ২৫ হাজার ৭৫৬ জনের চাকরি বাতিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতার হাইকোর্টের বিচারপতি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল রাজ্য সরকার। সরকারের তরফে এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গেই রাজ্যের শিক্ষা দফতর, এসএসসি, মধ্যাশিক্ষা পর্যদও অলাদা করে মামলা করেছিল বলে খবর। অভিযোগ রয়েছে যে প্রকৃত যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরিতে নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছিল। সেক্ষেত্রে এবার সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তী নির্দেশ কী দেয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মহল। আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। সেক্ষেত্রে ফের ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। মূলত দুটি বিষয় বিবেচনা করার কথা জানিয়েছে আদালত। একটা হল পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হলে নাকি যারা কেবলমাত্র বেআইনি ভাবে চাকরি করছেন তাদের নিয়োগই বাতিল বলে গণ্য করা হবে। এই দুটি বিষয় আদালত বিবেচনা করবে। তবে অহেতুক এনিয়ে বাড়তি জটিলতা তৈরি করা হবে না বলেও জানিয়েছে আদালত। সেক্ষেত্রে এবার কার চাকরি থাকে আর কার চাকরি থাকবে না সেটা নিয়েই এখন মূল প্রশ্ন। এদিকে এর আগেও সুপ্রিম কোর্টের চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত গত এপ্রিল মাসে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শরর রশিদির ডিভিশন বৈধের এই রায়ের ফলে ২৫,৭৫৬জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। এরপরই রাজ্য সরকার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলে যায়। চাকরি হারানোর একাংশও চলে গিয়েছিলেন সুপ্রিম দরবারে। এরপর মে মাসের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল আপাতত কাউকে বেতন ফেরত দিতে হবে না। এবার কী হয় সেটিই দেখার।

ছত্তীসগড়ের গভীর জঙ্গলে সেনা অভিযানে নিহত ৭ মাওবাদী

ছত্তীসগঢ়, ১২ ডিসেম্বরঃ ছত্তীসগড়ের বস্তার অঞ্চলের অরুবামাড়ে আবার মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যা চলছে প্রায় সাত ঘণ্টা। ১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে যে, সংঘর্ষটি তখনও অব্যাহত ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে অরুবামাড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং জানিয়েছিলেন, এই এককউদ্‌টরে নিহত হয়েছেন সাত জন মাওবাদী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, মাওবাদীরা অরুবামাডের জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছেন। এর পরেই বৃহস্পতিবার ভোরে এই এলাকা ঘিরে অভিযান শুরু করে পুলিশ বাহিনী। অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনীগুলির মধ্যে ছিল জেলা রিজার্ভ

গার্ড (ডিআরজি), বিশেষ কার্যকলাপ দল (এসটিএফ), এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)। অভিযান শুরু হয় ভোর ৬টা থেকে এবং তা চলতে থাকে দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরে। এনকাউন্টারের সময় পুলিশ বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে প্রবল গোলাগুলি চলছে, যার ফলে মাওবাদীদের বেশ কিছু সদস্য নিহত হয়েছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, অভিযানটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে এবং তারা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মাওবাদী সংগঠনগুলি এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য পরিচিত। পুলিশের এই অভিযান তাদের শক্তিশালী অবস্থানকে ভাঙতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া, পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, তাদের বাহিনী নিরাপদে



অবস্থান করছে এবং অভিযানের সময় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পুলিশ তাদের উপস্থিতি বাড়ানোর পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। যদিও মাওবাদীরা অত্যন্ত স্বাশস্ত এবং প্রশিক্ষিত, পুলিশও এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের মোকাবিলা

করার জন্য অভিজ্ঞ এবং প্রস্তুত। এনকাউন্টার চলাকালীন বেশ কিছু মাওবাদী নিজেদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তবে পুলিশ তাদের ধরতে সক্ষম হয়েছে। অরুবামাড়ে এই ধরনের সংঘর্ষ নতুন নয়। এখানকার জঙ্গলে বহু বছর ধরেই মাওবাদীরা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। এই এলাকায় মাওবাদীদের সম্ভ্রুত দীর্ঘ সময় ধরে থাকলেও, পুলিশ বিভিন্ন সময়ে অভিযানের মাধ্যমে তাদের মোকাবিলা করেছে এবং অনেক জঙ্গি নেতা নিহত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এই এনকাউন্টার সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান যে, পুলিশ বাহিনী খুবই দক্ষভাবে অভিযান পরিচালনা করছে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি এই অভিযানকে মাওবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বড় ধরনের পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন। এখানে

উল্লেখযোগ্য যে, ছত্তীসগড়ের বস্তার এবং অন্যান্য মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় এই ধরনের সংঘর্ষ খুবই সাধারণ ঘটনা। পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে একাধিকবার মাওবাদী দমনে অভিযান পরিচালিত হয়েছে, তবে এই সংঘর্ষগুলি দেশের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তার অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে সরকার এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী আগেও একাধিক বার সতর্কতা প্রকাশ করেছে এবং সেখানে চলমান অভিযানগুলির মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই এনকাউন্টার এবং পুলিশ বাহিনীর সম্পর্কে সাংবাদিকদের ফলে ছত্তীসগড়ের নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হতে পারে, তবে মাওবাদী সংগঠনগুলি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, এবং তাদের মোকাবিলায় সরকার এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

হাওড়ায় শৈলেন মান্নার নামে রাস্তা উদ্বোধন করলেন দিঘা ফেরত মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ ডিসেম্বরঃ হাওড়ার ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের নাম রাখা হল কিংবদন্তি ফুটবলার প্রঘাত শৈলেন মান্নার নামে। বৃহস্পতিবার শৈলেন মান্না সরণি নামে রাস্তার ধারে রাখা ফলকের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দিঘা যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। তারপর তড়িঘড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তার ধারে সৌন্দর্য্যান এবং সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে স্টল সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর সফর সেরে আকাশপথে তিনি

ফেরেন ডুমুরজলা হেলিপ্যাড প্রাউন্ডে। সেখান থেকে বেরিয়ে পেয়ে হেঁটে পৌঁছন ড্রেনেজ ক্যানেল রোডে। সেখানে এই কর্মসূচি পালন করেন তিনি। শৈলেন মান্না সরণি নামাঙ্কিত ফলকারি উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সেলফ হেল্প গ্রুপ যে স্টলগুলি দিয়ে সেগুলি পরিদর্শন করেন। মঙ্গলবার দিঘা রওনার আগে ডুমুরজলা হেলিপ্যাড প্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের নাম পরিবর্তন করে প্রঘাত ফুটবলার শৈলেন মান্নার নামে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার জেলাশাসক দীপাপ প্রিয়াকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, হেলিপ্যাড প্রাউন্ড সলগ্ন ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের নাম পরিবর্তন করে প্রঘাত ফুটবলার শৈলেন মান্নার নামে করতে বলেছি। কারণ হাওড়ায় শৈলেন মান্নার নামে কোণও রাস্তা নেই। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে জায়গাটার সৌন্দর্য্যগন করতে বলেছি। সেফহেল্প গ্রুপের মহিলাদের কিছু দোকান দিয়েও সাজানো যেতে পারে। দুদিনের সফর শেষ করে ফেরার সময়েই শৈলেন মান্নার নামে রাস্তাটির উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। খুবই অল্প সময়ে তাঁর ইচ্ছে বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

বাংলা আবাস যোজনার টাকা দেওয়া নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নবাবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বরঃ ট্যাবের টাকা নিয়ে দুর্নীতির পরে বাংলার আবাস যোজনার টাকা নিয়ে দুর্নীতি রুখতে নতুন পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। আবাস যোজনায় এক উপভোক্তার টাকা যাতে অন্যের অ্যাকাউন্টে না ঢুকে যায় তা রুখতে এবার উপভোক্তা পিছু অভিন্ন আইডি দেবে রাজ্য সরকার। যার ভিত্তিতে তার সঠিক পরিচয় বেরিয়ে আসবে। মূলত শিবির করে করে এই অ্যাকাউন্টের যাচাই হবে। মোবাইলের সঙ্গে যাঁদের আধার যুক্ত নয় তাঁদের বায়োমেট্রিক নেওয়া হবে। পাস বইয়ের জেরগ্ন ও কানসেল করে দিতে হবে। ইতিমধ্যেই অর্থ দফতর সব দফতর কে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার টাকা ডািলিভিশেন করতে হবে বলে নবাব সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ থেকেই বাংলার আবাস যোজনার টাকা দেওয়া শুরুর করার কথা। তার আগে আবাসের টাকার দুর্নীতি রুখতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিশেষ ক্যাম্প করে দফায় দফায় আবেদনকারী উপভোক্তাদের পরিচয় নিহ নিখ যাচাই করতে শুরু করছে প্রশাসন। পরে ক্যাম্প থেকে সবুজ স্কেত মিললে তবে উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা। এই পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য বিশেষ পোর্টাল খোলা হচ্ছে। কী কী নিয়ম মানতে হবে তার তালিকা বিডিও অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, ক্যাম্পে উপভোক্তার নাম-পরিচয়-ব্যাংকের তথ্য যাচাই করা হবে আধারের সংযুক্তির মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, আধারের সঙ্গে যুক্ত মোবাইলে ওটিপি গেলে তার পরিচয় চূড়ান্ত হবে উপভোক্তার নামের তালিকা।



দিঘা থেকে ফিরেই হাওড়ার ড্রেনেজ ক্যানাল রোড শৈলেন মান্নার নামকরণের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে নেমে হেঁটেই মঞ্চে পৌঁছন তিনি। রাস্তার দুপাশে সৌন্দর্য্যায়নের কথা বলেন মমতা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্টল বসানোর কথাও বলেন।

‘এটা সংস্কার নয়, এটাকে স্বৈরাচার বলে!’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বরঃ এক দেশ এক ভোট প্রস্তাবে বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভা। সরকারি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, সংসদের চলতি শীতকালীন অধিবেশনেই এই বিল পেশ করা হতে পারে। এই খবর আগেই প্রকাশিত হয়। তার পরই কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে এগ্ন হাউন্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিরোধীরা সঙ্গত উদ্বেগ জানালেও এক দেশ এক ভোট বিল নিয়ে বুলডোজার চালান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এটা শুধু অসংবিধানিক নয়, এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।’ মমতা বংে দ্যাপাধ্যায় আরও বলেন, ‘এটি কোনও সূত্ভাবে বিবেচিত সংস্কার নয় এটি একটি স্বৈরাচারী পদক্ষেপ, যা ভারতের গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।’ তৃণমূলনেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দলের সাংসদরা এই এই জনবিরোধী বিলটির কঠোরভাবে বিরোধিতা করবেন। তাঁর কথায়, ‘বাংলা কখনওই দিল্লির একাধিকতন্ত্রী সিদ্ধান্তের কাছে নত হবে না। এই সংগ্রাম ভারতের গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করার লড়াই!’ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়। বৃহস্পতিবার সেই বিলেও সায় দিয়েছে মন্ত্রিসভা। কৌশলগতভাবে এজন্য বুধবার থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল বিজেপি। বুধবার কোবিদ বলেছিলেন, এক দেশ, এক ভোট উদ্যোগ একেবারেই জাতীয় স্বার্থে, এটি কোনও নির্দিষ্ট দলের জন্য নয়। তিনি এও বলেন যে অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রস্তাব কার্যকর হলে

কেন্দ্র বিল অনুমোদন করতেই তীব্র প্রতিবাদ মমতার

করেছে। পাশাপাশি, স্থানীয় নির্বাচনের সময়সীমা নির্ধারণের জন্য ১০০ দিনের মধ্যে সময়সীমার কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ কথা বললেও এ ব্যাপারে দেওয়াল লিখন আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল। তৃণমূল এবং কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি যে প্রাণপনে এই বিলে বাধা দেবে তা আগাম আন্দাজ করা যাচ্ছিল। বস্তুত তা শুরুও হয়ে গিয়েছে। এর আগে কোবিদ কমিটিকে চিঠি দিয়ে মমতা তাঁর আপত্তির বিষয়গুলি এক দুই করে জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন হল, ‘এক দেশ’ বলতে কী বোঝাতে চাইছে মোদি সরকার? সাংসৃতিক-রাজনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক পটভূমিতে এক দেশের তবু না হয় একটা অর্থ হয়। কিন্তু ভারতের সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী এক দেশের অর্থ তাঁর কাছে বোধগম্য নয়। মমতার এও

‘আমি দেখতে চাই, কার কার হাত আছে’, ভর্ৎসনা বিচারপতি ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বরঃ নিউটাউন থানার আইসি-কে নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষুদ্র কলকাতা হাইকোর্ট। অবিরম্বে এই আইসি-কে সরানো হোক। সরাসরি নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতি বলেন, ‘না সরানো হলে আমি পদক্ষেপ করব। আমি দেখতে চাই, এই পুলিশ অফিসারের পিছনে কার হাত আছে।’ নিউটাউনে এলাকায় প্রামেটারের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ ওঠে। আর সেই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলায় অফিসারের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য বিচারপতি। নিউটাউনের মতো জায়গা, যেখানে দেশ-বিদেশ থেকে বিনিয়োগে আনার চেষ্টা চলছে। তথ্য



প্রযুক্তি হাবকে আরও মজবুত করার চেষ্টা চলছে, সেখানে এই ধরনের পুলিশ অফিসার কেন দাঁড়িয়ে আছেন? সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘রাজ্য কি নিজেই নিজের সম্মানহানি করতে চাইছে?’ এখানেই শেষ নয়, এই পুলিশ অফিসারের আগের

বিশিষ্ট তামিল কবি সুরক্ষণ্য ভারতীর রচনা সংকলন প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশিষ্ট তামিল কবি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরক্ষণ্য ভারতীর রচনা সমগ্রর সংকলন প্রকাশ করলেন। গত বুধবার দুপুর ১টায় ৭ লোককল্যাণ মার্গে প্রকাশিত হয় এটি।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, মহান কবি সুরক্ষণ্য ভারতীর রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। তিনি বলেন, একটি সমৃদ্ধ ভারত এবং প্রতিটি ব্যক্তিংর ক্ষমতায়নের জন্য সুরক্ষণ্য ভারতীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রজন্মব্যাপী অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, এই সংগ্রহ গবেষকদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। সুরক্ষণ্য ভারতীর ‘গীতা’র গভীর বিশ্বাস ছিল। ‘গীতা’ সম্পর্কে তাঁর গভীর উদ্বেগ্লি ছিল। তিনি তামিল ভাষায় ‘গীতা’ অনুবাদ করেনেন এবং সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।উল্লেখ্য, সুরক্ষণ্য ভারতীর রচনা মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে তিনি সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ২৩ খন্ডে সম্পূর্ণ এই সংগ্রহটি সম্পাদনা করেছেন সিনি বিশ্বনাথন। এটির প্রকাশক অ্যালিয়েস পাবলিশার্স।

দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নয়, একাই লড়বে আম আদমি পার্টি, জানালেন কেজরিওয়াল



নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : কংগ্রেসের ‘ ধরে নয়, দিল্লির আসন বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়বে আম আদমি পার্টি।’ গত বুধবার আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।গুজল শোনা যাচ্ছিল, ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি নাকি কংগ্রেস ও ইন্ডি জেটের অন্য দলগুলোর সঙ্গে আসন সমঝোতা করবে। সমস্ত গুজল চূর্ণ করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বুধবার জানিয়ে দিলেন, দিল্লিতে ‘একলা চলো’ নীতিতেই এগাবেন তারা।উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে দিল্লিতে ক্ষমতার রয়েছে আম আদমি পার্টি। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লি বিধানসভার ৭০র্ল্লি মধ্যে ৬২টি আসনে জিতছিল আম আদমি পার্টি

মোদীর বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হবেন মমতাঃসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোর দিয়ে বললেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে সংসদে অচলাবস্থার জন্য বিজেপি ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপি ও কংগ্রেস চায় না সংসদ চলুক। আমরা চাই সদনের কাজকর্ম চলুক এবং পশ্চিমবঙ্গে অনেক বিষয় রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অর্থ দিচ্ছে না। আবাস যোজনা, মনরেগার টাকা দিচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হবেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে এবং চার দিকপাল

সুভাষ ঘাই,নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে এবং চার দিকপাল- আন্ধিনেই নাগেশ্বর রাও, রাজ কাপুর, মহম্মদ রফি ও তপন সিনহা-কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আইএফএফআই এক অর্থপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবে পরিণত হয়েছে।এবারের ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উসব (আই এফএফআই) গত সপ্তাহে ২৮ নভেম্বর শেষ হল। চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্র শিল্পের এই মহা সমারোহে ভারতীয় সিনেমার চার কিংবদন্তী-বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা আন্ধিনেই নাগেশ্বর রাও, মাস্টার শো-ম্যান রাজ কাপুর, চিরায়ত সঙ্গীত শিল্পী মহম্মদ রফি ও অসামান্য গল্প কথক তপন সিনহা-র প্রতিভা ও কাজের উদযাপন করা হয়। এই চার দিকপাল তাঁদের অনন্য প্রতিভা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় সিনেমাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের কাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলচ্চিত্র নির্মাতা, সঙ্গীত শিল্পী ও দর্শকদের অনুপ্রাণিত করবে। এক যুগ থেকে অন্য যুগে তাঁদের উত্তরাধিকার প্রবাহিত হবে। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন রাজ কাপুর ছিলেন একাধারে অভিনেতা, নির্দেশক, স্টুডিও মালিক এবং প্রযোজক। তাঁর ছবিতে প্রায়শই সরস ভঙ্গীতে সহানুভূতির সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় তুলে ধরা হত। এগুলি হয়ে উঠত সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর। আবার তপন সিনহা তাঁর মর্মস্পর্শী গল্প ও প্রখর সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি সহ বাৎসার এমন এক কুশলী চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন, যার কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের দৃন্দ ফুটে উঠত। সামাজিক ভাষ্যকে যে শৈল্পিক নিপুণতায় তিনি পরিবেশন করতেন

তাতে তাঁর সিনেমা চিরন্তন হয়ে উঠত। এএনআর নামে পরিচিত আন্ধিনেই নাগেশ্বর রাও ছিলেন তেলুগু সিনেমার এক দিকপাল। তাঁর অসাধারণ অভিনয় এবং চরিত্রায়ণ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ৬ দশক ধরে বিস্তৃত কর্মজীবনে তিনি অসংখ্য অসামান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন। ভারতীয় প্লে-ব্যাক গায়কদের মধ্যে সর্বাধিক সমাদৃত মহম্মদ রফি তাঁর কণ্ঠের অসামান্য রেঞ্জ এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ গায়কীর জন্য প্রসিদ্ধ। ভাষার বেড়া ডিঙিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শ্রোতারা তাঁর গানে মত্তমুগ্ধ হয়ে রয়েছেন। একটি চলচ্চিত্র উসব প্রকৃতিই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই, যখন সেখানে চলচ্চিত্রের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়, অগ্রপ্রণয়কদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। ৫৫তম ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুধু যে এই দিকপালদের সাফল্যের উদযাপন করেছে তাই নয়, এঁদের কাজ ভবিষ্য প্রজন্মের চলচ্চিত্র রসিকদের সামনে তুলে ধরার এক মঞ্চও হয়ে উঠেছে। স্তুতিবোধনীয় অনূষ্ঠার বর্ণাঢ্য মঞ্চে প্রথম দিন থেকেই, চার দিকপালের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন শুরু হয়েছিল। দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনার মাধ্যমে এএনআর, রাজ কাপুর, মহম্মদ রফি এবং তপন সিনহা-র সম্পূর্ণ ব্যাক তুলে ধরা হয়। দর্শকরা মত্তমুগ্ধ হয়ে তা দেখেন। বর্ণময় এই সন্ধ্যায় অভিনেতা বোমান ইরানী চার জনের কাজ এবং ভারতীয় সিনেমার ওপর তার প্রভাব নিয়ে চারটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এঁদের উদ্বর্গ করে একটি বিশেষ স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতিতে এই চার কিংবদন্তীর অবদান চিরকালীন হয়ে রইল। উৎসবে এই চার কিংবদন্তীর

পরিবারের সদস্য, তাঁদের সহযোগী এবং চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের নিয়ে বিভিন্ন আলোচনার আয়োজন করা হয়। এইসব আলোপচারিতায় চার কিংবদন্তীর ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের অমূল্য নানা কাহিনী উঠে আসে। তেলুগু সিনেমায় আন্ধিনেই নাগেশ্বর রাও যে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন, অভিনেত্রী খুশবু সুন্দর এবং এএনআর-এর পুত্র অভিনেতা নাগার্জুন আন্ধিনেই-এর আলাপ চারিত্রায় তা ফুটে ওঠে। রাজ কাপুরের উত্তরাধিকার, ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অসামান্য প্রভাব এবং সমাজ জীবনের সঙ্গে শিল্পকে মেশানোর ক্ষেত্রে তাঁর মুসিয়ান্না নিয়ে আলোচনা করেন রাজ কাপুরের পৌত্র অভিনেতা রণবীর কাপুর এবং চলচ্চিত্র পরিচালক রাওয়াল। মহম্মদ রফি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে চিরকালীন অবদান রেখে গেছেন, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বিখ্যাত শিল্পী অনুরাগা পারওয়াল, সোনু নিগম এবং শহীদ রফির সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করা। তপন সিনহা-র গল্প বলার নৈপুণ্য এবং বাংলা ও ভারতীয় সিনেমায় তাঁর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন বিখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর, অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী এবং চলচ্চিত্র বোদ্ধা এন মনু চক্রবর্তী। এই দিকপালদের উৎসর্গ বোঝানোর জন্য চলচ্চিত্র উৎসবের পক্ষ থেকে ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করে রাখা এঁদের কিছু ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল দেবানাসু (আন্ধিনেই নাগেশ্বর রাও), আওয়ারা (রাজ কাপুর), হম দানো (মহম্মদ রফির সঙ্গীত পরিচালনা) এবং হারমোনিয়াম (তপন সিনহা)। এই ছবিগুলির প্রদর্শন একদিকে

যেমন দর্শকদের স্মৃতিমেদুরতায় ভরিয়ে তুলেছিল তেমনি তাঁদের নতুনভাবে আবিষ্কার করতেও সহায়ক হয়েছিল। ক্যারাতান অফ সঙস শীর্ষক একটি সঙ্গীত যাত্রায় রাজ কাপুর ও মহম্মদ রফির দেউশোটি গান শোনানো হয়। এরসঙ্গে ছিল এএনআর এবং তপন সিনহা-র কাজের ৭৫টি টুকরো অংশ। সফরনামা শীর্ষক এক প্রদর্শনীতে এই চারজনের বিরল আলোকচিত্র, তাঁদের ব্যবহৃত সামগ্রী ও নানা শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন এই কাজের মধ্য দিয়ে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছে। এঁদের কাজ নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা, ডিজিটাল শো-কেস এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসপ্লেের ও আয়োজন করা হয়েছিল। শুভ্রএই চার কিংবদন্তীর কাজ নিয়ে আইএফএফআই দ্বিভাষিক প্রচারপত্রও তৈরি করে। সারা বিশ্ব থেকে যেসব প্রতিনিধিরা এসেছেন, তাঁদের কাছে এই চার জনের কাজ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। স্তব্ধরমিয়ার সৈকতে বালুশিল্পী পদ্মশ্রী সুদর্শন পট্টনায়ক এই চারজনকে নিয়ে বালুচিত্র অঙ্কন করছেন। তাঁর এই শিল্পকর্ম দর্শক দের বাকরুদ্ধ করে দেয়। এই চার কিংবদন্তীকে শ্রদ্ধা নিবেদনের যে আন্তরিক ও অভিজাত আয়োজন এবারের চলচ্চিত্র উৎসবকালে, তাতে তাঁদের সাফ ল্য উদযাপনের পাশাপাশি ভারতীয় চলচ্চিত্রের চিরন্তন ও পুনরুজ্জীবন হল। এঁদের কাজ যাতে ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে আলোক বর্তিত কা হয়ে থাকে, আইএফএফআই তা সূনিশ্চিত করলে।

কোচবিহার থেকে ঘুর পথে যাত্রীদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বাড়িতে



দুরন্তবার্তা,কোচবিহারঃঅবরোধের জোরে বিপর্যস্ত গোটা কোচবিহার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনের বাইরে এবং স্টেশনে আজকে আজ পড়ে গেছেন যাত্রীরা। এদের মধ্যে বয়স্ক এবং বাচ্চারা আছেন, তাই রেলই উদ্যোগ নিয়ে যাত্রীদের ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কোচবিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট এর সাহায্য নিয়ে আটকে পড়া যাত্রীদের, ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছে রেল। এরমধ্য বেশ কিছু যাত্রী আসাম বাইরের রাজ্যেরও আছেন। তাদের প্রত্যেককে শিলিগুড়ি পৌঁছে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে রেল। কোচবিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট এর সাহায্য নিয়ে আটকে পড়া যাত্রীদের, ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চলেছে রেল। এরমধ্য বেশ কিছু যাত্রী আসাম

দুগুনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আটকে পড়া যাত্রীরা যাতে খাবারের কারণে এবং অন্যান্য কারণে সমস্যার মধ্যে না পড়েন সেটাও দেখেছে রেল। গত ২৪ ঘণ্টায় কোচবিহারের রেল অবরোধের জোরে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রেলের। পৃথক রাজ্যের বাসিতে রেল অবরোধ করে ওটা কোচবিহারকে অচল করতে চাইছে কোচবিহার পিপলস ইউনিয়ন। আজকের বিকালের মধ্যে সমস্ত আটকে পড়া যাত্রীরা শিলিগুড়িতে ফিরে আসবেন এবং সেখান থেকেই তাদের ফিরিয়ে দেবে রেল।

মহারাষ্ট্রে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ১৪ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে খুব শীঘ্রই, আর তা হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর। বৃহস্পতিবার এননটিভ জানালেন এনসিপি প্রধান তথা মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। এদিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত

শাহের সঙ্গে দেখা করার পর মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী ও এনসিপি প্রধান অজিত পাওয়ার বলেছেন, মহারাষ্ট্র সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে আগামী ১৪ ডিসেম্বর।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে

আউশগ্রমের করখানার কালো ছাই হড়িয়ে আকাশে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,গুসকরাঃ আকাবাতাসে ক্রমাগত উড়ছে কারখানার ছাই। মাঠের জমি থেকে গাছপালা, বাড়ির ছাদ থেকে রাস্তা ঢেকে যায় কালো ছাইয়ের আন্তরণে। তার পাশাপাশি বাতাসে কটু গন্ধ। পচা দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্য জল বয়ে চলেছে গ্রামের পাশে নালা দিয়ে। ধানজমিতেও ঢুকছে ওই জল। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বড়া গ্রামের কাছে পাশাপাশি চারটি কারখানা থেকে নাগারে দূষণ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। আর এই পরিস্থিতির কারণে কারখানা সংলগ্ন মাঠ থেকে ধান তুলতেও পারছেন কৃষকরা। এমনই জটিলতাগুলো তুলেছেন তারা। ইতিমধ্যে এনিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ কারখানার অনুবাহী কচা সঙ্গেও কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের বড়া এবং ভাতারের ওড়গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় বর্ধমান সিউডি ২ চারটি পৃথক কারখানা। এর মধ্যে তিনটি কারখানায় তুঁষ থেকে তেল উৎপাদন করে এবং একটি রয়েছে



ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল তৈরির কারখানা। ভুড়া থেকে ইথাইল তৈরি হয় এই কারখানায়। জাতীয় সড়ক ধরে রায়সিঙলি দিয়ে বয়ে চলেছে কালো রঙের পচা দুর্গন্ধযুক্ত জল। বড়া গ্রামের মোড়ে জাতীয় সড়কের কাছভাট্টের তলা দিয়ে ওই নালা ডানদিকে এসেছে। জাতীয় সড়কের পাশেই বড়া গ্রামসেডা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক মনোজ মণ্ডল, কৃষচর্য মণ্ডলরা বলেন, এই দুর্গন্ধযুক্ত পচা জল নালা ছাপিয়ে কৃষিজমিতে এসে পড়ছে। এছাড়া

ক্রমাগত জনবসতি এলাকায় ছাই উড়ে এসে পড়ছে। ধানকাটার জন্য শ্রমিক পাচ্ছি না। কারখ মাঠে তাঁরা কাজ করার সময় ঢোমে মুখে পড়ে ঢুকছে। কেউ কাজ করতে চাইছে না। এছাড়া বাতাসে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কয়েক বছর ধরেই আমাদের এই দুর্বিষহ অবস্থা চলছে।বড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরমেশ্বর মণ্ডল বলেন, কারখানা থেকে উড়ে আসা ছাইয়ের কারণে আমাদের স্কুলের পড়ুয়াদেরও প্রচণ্ড সমস্যা

হচ্ছে। মিড ডে মিল খাওয়ানোই কঠিন হয়ে পড়ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল ছাই রোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এখনও একই অবস্থা।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন আউশগ্রামের বড়া, বেলাড়ি,করঞ্জি এবং ভাতারের খোলদা গ্রামের বাসিন্দাদের এই দূষণের কবলে পড়তে হচ্ছে গত তিন চার বছর ধরেই। অপরদিকে ইথাইল তৈরির কারখানার জেনারেল ম্যানেজার এস বি মিশ্র বলেন, আমাদের কারখানার বর্জ্য জল পরিশ্রুত করার ব্যবস্থা আছে। ওই জল কারখানাতেই ব্যবহার করা হয়। তবে যে গন্ধ কারখানা থেকে ছড়াচ্ছে তা আদৌ ক্ষতিকারক নয়।বিষ্মগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কিশোর রায়চৌধুরী বলেন,এলাকায় এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। আমরা কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি যাতে স্থানীয়দের সুবিধা অসুবিধার দিকটি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়া বিষয়টি দেখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলেছি।এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের কর্মাধক্ষ্য বিশ্ণুনাথ রায় বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখছি।দূষণ ছড়ালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শরদ পওয়ারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মোদীর, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার জন্য করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর :রাজ্যসভার সাংসদ ও প্রবীণ নেতা শরদ পওয়ারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শরদ পওয়ারের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, রাজ্যসভার সাংসদ এবং প্রবীণ নেতা শরদ পওয়ার জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।বৃহস্পতিবার শরদ পওয়ারের ৮৪-তম জন্মদিন। এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে এদিন দিল্লিতে তাঁর বাসভবনের বাইরে পোস্টার লাগানো হয়েছে। দলের অনেক নেতা-কর্মীও শরদ পওয়ারকে তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ বিরোধীদের, পাণ্টা তোপ শাসক শিবিরের



নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর :আদানি ঘৃষ-কাণ্ডে বিরোধীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে शामिल হন প্রিয়ান্কা গান্ধী বটরা-সহ বহু সাংসদ। দেশ বিক্ি হতে দেব না, এই স্লোগান তোলেন তারা।পাল্টা বিরোধীদের নিশানা করেছে শাসক শিবির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং কংগ্রেস সংসদীয় দলের যোয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। কংগ্রেস (নেতৃত্ব) এবং হার্ডেরিয়ান-আমেরিকান বিলিয়নিয়ার জর্জ সোয়াসের মধ্যে যোগসূত্রের অভিযোগ করেছে বিজেপি।

ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ! পুঞ্চে পাকড়াও পিওকে-র বাসিন্দা

পুঞ্, ১২ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করার পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল ওই ব্যক্তি। জন্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘৃষের নাম - সালিকাবৃহস্পতিবার সকালে পুঞ্ পুলিশ জানিয়েছে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতে অনুপ্রবেশ করার পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এর এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে পাচ্ছিল। গৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বিভ্রাট ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে, সমস্যা মিটিয়ে ফেলল মেটা



নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর : আচমকই বুধবার রাতে সমগ্র বিশ্বে হঠা করেই পরিষেবা থমকে যায় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে। থমকে যায় ইনস্টাগ্রামও। যার জেরে ব্যাপক সমস্যায় পানে ব্যবহারকারীরা। বুধবার গভীর রাতে এই তিনটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিভ্রাট দেখা দেয়। অনেক রাত পর্যন্ত পরিষেবা চিক হয়নি। পরে অবশ্য সমস্যা মিটিয়ে ফেলে মেটা।কিন্তু নীচে হলো এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা নিয়ে মেটার তরফে কিছুই জানানো হয়নি। বুধবার রাত সাড়ে এগারোটটা থেকে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার-এর গ্রাহকরা সমস্যায় সম্মুখীন হন। মেটার তরফে জানানো হয়, ‘ আমরা জানতে পেরেছি, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কিছু ব্যবহারকারীরা আমাদের অ্যাপ ব্যবহার করতে পারছেন না। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করছি এবং অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী’।

উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলাতেও এবার বন্ধ বাংলাদেশের স্টল এর প্রবেশ করতে পারবে না কোন বাংলাদেশী



দুরন্তবার্তা,১২ডিসেম্বরঃউত্তরবঙ্গ পৌষ মেলাতেও এবার বন্ধ বাংলাদেশের স্টল এর প্রবেশ করতে পারবে না কোন বাংলাদেশী। এবারে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা কমিটি থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় পতাকা যেকোনো দেশের জাতীয় পতাকাকে অপমান পতাকার অপমান ভারতবাসী কোনদিনই সহ্য করতে পারবে না। এই কাজ যারা করে তারা মানুষের মধ্যেই পড়ে না। এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের নাগরিককে শ্রদ্ধা করবে এবং সম্মান করবে এটাই তো কাম্য। সেখানে প্রতিবেশী দেশে শুধু আমাদের দেশের জাতীয় পতাকাকে অপমান করেনি অপমান করেছে ১৫০ কোটি ভারতবাসীকেও। যে ভারত সব সময় বিপদ এবং আপদে বাংলাদেশের পাশে থাকে , তাদেরকে অপমান করেছে বাংলাদেশ। তাই এবারের পৌষ মেলাতে বাংলাদেশের কোন স্টল থাকবে না, জানানলেন পৌষ মেলা কমিটির অন্যতম প্রধান দিবেশ্দু দাস। তিনি আরো জানানলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তারপর আমরা চিন্তা ভাবনা করব। কিন্তু এইবারে আপাতত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ বাংলাদেশীদের জন্য আমাদের দরজা। এবারের পৌষ মেলাতে থাকবে না কোন বাংলাদেশের স্টল। পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা কি নিচ্ছি সেটা জানতে পারবে দু দেশের মধ্যে সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাড়ায় তার উপরে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

২৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃঃ বার, ইংরেজীঃ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৬৮ চৈতন্যদ্ব, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ ২৭ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১১ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২০ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মেঠেঃ১১ পৌন্থু, আসামঃ ২৫ অঘোণ, মুসলিমঃ ৯-জমাদিউ স-সানি-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীমোক্ষদা একাদশী, শ্রীশ্রীগীতা জয়ন্তীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৯ঃ০৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ ৫০ঃ১৮।চান্দ্র উদয়ঃদুপুর ০১২৬ঃ ০১(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০২ঃ ৫৭ঃ১২ঃ(১১)।শুক্র পক্ষ, আসামঃ একাদশী (নন্দা) রাত্রিঃ১০ঃ৪৭ঃ০৬ দং ৪১৬৪৪০ পর্যন্তনক্ষরঃঅশ্বিনী কাল ঘ ০৮ঃ২৫ঃ৫৬ দং ৫৪০২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃবজিঙ্গ সকাল ঘ ১১ঃ৫৮ঃ২০ দং ১৪৩২ঃ৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি রাত্রিঃ১০ঃ৪৭ঃ০৬ দং ৪১৬৪৪০ পর্যন্ত পরে বরষোগঃ বরীয়ান রাত্রিঃ০৫ঃ৫১ঃ৫১ দং ২৯১৬৪০ পর্যন্ত পরে পরিঘঅমৃতযোগদিন ০৬ঃ০৯ঃ১১ থেকে - ০৬ঃ৫১ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩৪ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ১৭ঃ২৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৫ঃ৪০ থেকে - ১২ঃ৩৩ঃ৫৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৬ঃ৯ থেকে - ০৬ঃ৩৬ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ২৩ঃ২৪ থেকে - ০৩ঃ২৯ঃ২৬ পর্যন্তমহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৬ঃ৫১ঃ৫৬ থেকে - ০৭ঃ৩৪ঃ ৪১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ১৬ঃ৩৯ থেকে - ০৩ঃ২৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ০৮ঃ২৫ থেকে - ১১ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ০৯ঃ৫৫ থেকে - ১১ঃ০৬ঃ১০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ২৯ঃ৪৭ থেকে - ১২ঃ৪৯ঃ৫৬ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে - ১০ঃ০৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে - ০৪ঃ২৯ঃ১০ পর্যন্ত।গ্রহসূচি (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ৭২ঃ৫৯ঃ৩৩ (১৮) ৩ পদসঙ্গঃ ০১১৬৩৭ (১) ৪ পদমঙ্গলঃ৩১০৪৮৪২ (৩) ৬ পদবৃঃ৭১০১১৬১৬ (১৭) ৩ পদ বৃহস্পতিঃ১২২৩৬২৮ (৪) ৪ পদশুক্রঃ১১০১৩০৪ (২২) ১ পদশনিঃ১০১৫৫৬১৪ (২৪) ৬ পদরাঃ১১১০৩৮৩৫ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫৫০৩৮৩৫ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রি হবে সকাল ঘ ০৪ঃ ৪৭ঃ৫৮ ৩৬৩৬৫৭.৫বুধ বক্রিঃবৃহস্পতি বক্রি লগ্নঃ৫৭.৫বুধ রাশি সকাল ০৬ঃ৩৫ঃ১৩০ পর্যন্ত।ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ৩৬ঃ৪৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ২৪ঃ৪০ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ৫৭ঃ ০৪ পর্যন্ত।মীন রাশি দুপুর ০১ঃ২৮ঃ ০৮ পর্যন্ত।মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৮ঃ ৪২ পর্যন্ত।বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ ০৭ঃ০৫ পর্যন্ত।মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ২০ঃ২৪ পর্যন্ত।কর্কট রাশি রাত্র ০৪ঃ৩৬ঃ০৮ পর্যন্ত।সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ৪৭ঃ২৮ পর্যন্ত।কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৫৭ঃ৩৯ পর্যন্ত।তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১১ঃ৫০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

অবশেষে জাঁকিয়ে শীতের আশা কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তরে হাওয়ার সৌজনে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার ফের কলকাতায় নামল তাপমাত্রা। কিছুটা কমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামে ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পারা-পতনের পর বৃহস্পতিবারই এই মরসুমের শীতলতম দিন শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫১ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট । ভাটা-সকাল ৯ টা ৫১মিনিট এবং রাত ২ টা ৫১মিনিট। সূর্য:উদয় সকাল ৬টা ০৬মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫১মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ ক্ষুদ্র চাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুক। আর্থিক উন্নতি হবে আজ **বৃষ রাশিঃ**ছোট ব্যবসায় অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। **মিথুন রাশিঃ** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। বিবাহিত যোগ কর্তৃক রাশিঃ সংসারে শান্তি হবে আজ। **সিংহ রাশিঃ**বিশেষ যাত্রা শুভ দিন **কন্যা রাশিঃ** পরিবারে কারও চিকিৎসার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে। **তুলা রাশিঃ**স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শান্তি। বিবাহের যোগ হবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আর্থিক উন্নতি হবে। **ধনু রাশিঃ** কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেও সেই অমুখ্যায় পাপশ্রমিক পাবেন না। **মকর রাশিঃ** অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। **কুম্ভ রাশিঃ** সন্তানের পরীক্ষায় শুভ দিন হতে পারে আজকে। অবধায়। **মীন রাশিঃ** আর্থিক উন্নতি হবে।। বিশেষ যাত্রা শুভ দিন হবে আজ।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ, ধর্না প্রেমিকার



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ ডিসেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ, বিয়েতে অস্বীকার করায় প্রেমিকের বাড়ির সামনেই ধর্না ও আত্মহত্যার চেষ্টা প্রেমিকার। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে

দীর্ঘ ২ বছর ধরে শারীরিক সম্পর্কের পর বিয়ে করতে অস্বীকার করে প্রেমিক যুবক। এরপরই প্রেমিকের বাড়ির সামনেই ধর্না ও আত্মহত্যার চেষ্টা করে প্রেমিকা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডোমজুড়ের কেশবপুর এলাকায়। তরুণীর অভিযোগ, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বাকুল তাঁতিপাড়া এলাকার জনৈক যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এমনকি বিয়ে করতেও অস্বীকার করছেন ওই যুবক। যে কারণে বুধবার রাতে প্রেমিকের বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসেন প্রেমিকা। এরপর ওই যুবকের বাড়ির সামনে একটি গাছে তিনি গলাচ ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। যদিও এলাকার মানুষজন ছুটে এসে তাকে বিরত করেন। এদিকে, এই বিষয়ে ওই যুবকের পরিবার জানায় ওই যুবতীর পূর্বে বিয়ে হওয়ার কারণেই তাদের ছেলে ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন।

দাউ দাউ করে জ্বলছে মৎস্যজীবী ট্রলার আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দূরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ১২ ডিসেম্বরঃ নদীর চড়ে একটি মৎস্যজীবীর ট্রলার দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর এলাকায় কালনাগিনী নদীর চড়ে পড়ে থাকা এফবি দীপা নামে একটি ট্রলারে আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। এলাকাবাসীরা তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায়। চোখের নিমিয়ে আগুনের লালিলাল শিখায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ওই মৎস্যজীবী ট্রলারটি।



এই ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হারুড় পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ। কিভাবে আগুন লাগল সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই বিষয় প্রত্যক্ষদর্শী সত্যজিৎ দাস জানান, কালনাগিনী নদীর চরে একটি জঙ্গলে থাকা একটি মৎস্যজীবী ট্রলারে আগুন লেগে যায় আমরা তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছালে সবকিছু শেষ হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে যায় ওই ট্রলারটি।

আবার দক্ষিণরায়ের দর্শন পেলেন পর্যটকরা

উজ্জ্বল বন্দো্যাপাধ্যায়,সুন্দরবন, ১২ ডিসেম্বরঃ আবার বাঘের দেখা মিলেগো সুন্দরবন জঙ্গলে। সুন্দরবনে বেড়াতে আসা একদল পর্যটকদের দল সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের দেখা পেয়েছেন বলে দাবী সুন্দরবনে পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত টুর অপারেটরদের। ক্যানিং থানার অন্তর্গত হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটপুকুরিয়া এলাকা থেকে একদল পর্যটক পাড়ি দিয়েছিলেন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভের বাদাবন অরণ্য সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে। সুন্দরবনে আজমলমারী দ্বীপের এলাকার জঙ্গলের কাছে বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁরা দেখতে পান সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ক্যা স্হাভাবিক কারণেই নিজেদের সামনে থেকে বাঘের চাক্ষুষ দর্শন পাওয়ায় দারুণ উৎফুল্ল ক্যানিং হাটপুকুরিয়ার বাসিন্দারা। ওই পর্যটকরা বোটে করে জঙ্গলের পাশ

দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় তাদের নজরে আসে যে, নদীর পাড় বরাবর একটি বাঘ নদীর জলে নামার চেষ্টা করছে।অনেকক্ষণ ধরেই সেই বাঘটির দর্শন পায় পর্যটকদের দল। যদিও ওই পর্যটকরা কোনভাবেই সময় নষ্ট করেননি। তাঁরা সেই মুহূর্তে দূর্বল দৃশ্য মুঠোফোনেতে বন্দি করেন। এমন ঘটনায় চলতি মরশুমে সুন্দরবনে পর্যটকদের আনাগোনা অন্যান্য বছরের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়েছে।

ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া থেকে সুন্দরবনে বেড়াতে আসা রাকিবুল সরদার বলেন দীর্ঘ ১৪ বছর পচে এরমন দৃশ্য দেখতে পেলাম। জীবন সার্থক। পর্যটকরা বাঘের দর্শন পাওয়ায় খুশি তাঁরা, খুশি টুর অপারেটররা ও। আর শীতের এই ভরা মরশুমে এর জন্য পর্যটক আর ও বাড়বে বলে মনে করছেন টুর অপারেটরা।

মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মুরগির বাচ্চা বিতরণ জয়নগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বহুডুতে



জয়নগর,১২ ডিসেম্বরঃ মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বুধবার জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহায়তায় বহুডু বিডিও অফিস থেকে উপভোক্তাদের হাতে মুরগির বাচ্চা তুলে দেওয়া হলো।

১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দুটি ভাগে ভাগ করে দুটি পৃথক দিনে এই মুরগির বাচ্চা তুলে দেওয়া হলো। এদিন এই মুরগির বাচ্চা তুলে দিলেন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপ্নতীর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন

বেসরকারি উদ্যোগে চাষের উন্নয়নে সুন্দরবনে তৈরি হলো অনুজীব গবেষণা কেন্দ্র

দূরন্ত বার্তা, মথুরাপুর,১২ ডিসেম্বরঃ চাষের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোগে এবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে তৈরি হল অনুজীব গবেষণা কেন্দ্র। যে গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষিজমিতে থাকা ক্ষতিকারক ও বন্ধ ব্যাকটেরিয়াকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এটি তৈরি করা হয়েছে সুন্দরবনের মথুরাপুর ২ নং ব্লকের কনকনদিঘিতে। কনকনদিঘি এলাকার পূর্ব জটা ও পশ্চিম জটা এলাকায় কৃষি কাজ নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। একটি বেসরকারি সংস্থা এই কাজ করছে। মূলত তাঁরাই এই গবেষণা কেন্দ্রটি তৈরি করেছে



স্থানীয় কৃষকদের সহায়তায়। এ বিষয়ে এ বেসরকারি সংস্থার এক কৃষি বিশেষজ্ঞ বলেন,বেশ কিছু দিন ধরে এই এলাকার কৃষকদের জৈব চাষে উৎসাহিত করা হয়ে ছিল। সে

তবলাবাদককে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন,ধৃতকে তোলা হলো হাওড়া আদালতে

হাওড়া , ১২ ডিসেম্বরঃ বিডি থাওয়াকে কেন্দ্র করে গোলমালের জেরেই অতিযুক্ত হত্যাকারী ট্রেনের প্রতিবন্ধী কামরায় বালির তবলাবাদককে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে বলে জানা গেছে। এবং এর পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোনও লুট করে। তবলাবাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় খুনের তদন্তে নেমে এমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারী অধিকারিকরা।

খুনের ঘটনায় অতিযুক্ত ‘সিরিয়াল কিলার’ রাহুল ওরফে ভোলু কর্মবীর ইশ্বর জাঠকে বৃহস্পতিবার হাওড়া আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নেয় হাওড়া জিআরপি। বুধবার বিকেলে মুম্বই থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে অতিযুক্তকে নিয়ে আসেন রেল পুলিশের অধিকারিকরা।

রিলস ও সেলভি তুলতে গিয়ে নাগরদোলা থেকে পড়ে আহত দুই

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বরঃ এবার দোলনায় উঠে রিলস ও সেলফি তোলার জেরে দুর্ঘটনা । ঘটনায় আহত দুই। এক মহিলা ও এক কিশোরী আহত হয়েছেন এই ঘটনায়।এই ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুরের মিলন মেলায়। বুধবার রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । সাথে সাথেই তাদের বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাদের কলকাতারহাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ওদিন রাতেই। সেখানেই চিকিৎসা চলছে বৃহস্পতিবারও । কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে বারুইপুর থানার পুলিশ। বারুইপুরের নিউ ইণ্ডিয়ান মাঠে গত ১৫ ই নভেম্বর থেকে একমাস ব্যাপী চলছে মিলন মেলা। প্রতিদিনই এই মেলায় ভিড এমনি অসংখ্য মানুষ । রীতিমতে এটি ফি দিয়ে এই মেলা দেখতে আসেন সাধারণ মানুষ । এদিন বারুইপুরেরই বাসিন্দা লক্ষ্মী রায় ও প্রতিবেশী কিশোরী আজমিনা তাঁরা পরিবারের অন্যান্যদের সাথে এসেছিলেন মিলনমেলায়। পরিবারের অন্যান্যরা না উঠলেও তাঁরা উঠেছিলেন নাগরদোলায় । মেলা কর্তৃপক্ষের দাবি নাগরদোলা চলাকালীন তাঁরা মোবাইলে রিলস বানানোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁর জেরেই সামনে থাকা রড কোন ভাবে খুলে যায় ও উপর থেকে নিচে নামার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় মেলা কর্তৃপক্ষের বিক্ষোভ নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ উঠছে। যদিও তা অস্বীকার করেছেন তাঁরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বারুইপুর থানার পুলিশ । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করছেন পুলিশ ।



বৃহস্পতিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর, পুলিশের জেরায় তবলাবাদককে খুনের কথাও স্বীকার করে রাখল। কাটিহার থেকে মালদহ স্টেশনের মধ্যে খুন করা হয় বলে ধৃত পুলিশের কাছে জানায়। জানা

তা জানার জন্য তাকে আরও জেরা করা প্রয়োজন বলে রেল পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনার পর রেল পুলিশ এবং গুজরাট পুলিশ বিভিন্ন স্টেশনে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে খুনিকে সনাক্ত করে।

উল্লেখ্য, ডাউন কাটিহার এক্সপ্রেসে থেকে উদ্ধার হয়েছিল তবলা বাদকের রক্তাক্ত দেহ। হাওড়ার বালির বাসিন্দা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধার হয় ওই ট্রেনের প্রতিবন্ধী কামরা থেকে। তিনি কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অবসরপ্রাপ্ত তবলা শিক্ষক ছিলেন। গত ১৮ নভেম্বর, সোমবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ কাটিহার থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন তিনি। এর পরদিন মঙ্গলবার বকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢোকে। এরপরই ট্রেনের বাক্সে সৌমিত্রবাবুর দেহ উদ্ধার হয়।

শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্টের পাস নিয়ে আগরতলায় পর্যটন দপ্তর চত্বরে হুলস্থুল কাণ্ড

আগরতলা, ১২ ডিসেম্বরঃ ত্রিপুরা টুরিজম প্রমো ফেস্ট-২০২৪ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ১৪ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে কেশের বরণে সংগীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের জন্য পাসের ব্যবস্থা হয়ে আছে। বুধবার থেকে বিনামূল্যে পাসগুলি পর্যটন দপ্তরের মূল কার্যালয় থেকে বিতরণ করা হচ্ছে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দুইদিন

পাসের জন্য প্রচুর সংখ্যায় লোক লাইন ধরেন। তবে সিংহভাগ লোকজন পাস পাননি বলে দাবি অনেকে। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি একপ্রকার বেসামাল হয়ে গিয়েছে। ধাক্কাধাক্কি করে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন অত্যন্ত ধীর গতিতে পাস বিতরণ করা হচ্ছে। পাঁচ ঘটটারও বেশি সময় দাঁড়িয়েও পাস পাননি। এক্ষেত্রে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন হতাশ লোকজন। পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ইতিপূর্বে

সাধারণ জনগণের জন্য বিনামূল্যে পাসগুলি পর্যটন দপ্তরের মূল কার্যালয় থেকে বিতরণ করা হবে। তাছাড়া ভিডিআইপদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পাস ছাড়া বাকিগুলি সাধারণ মানুষের জন্য থাকবে। যারা পাস পাবেন তাদের বিকাল ৫টার মধ্যে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করার জন্য পর্যটনমন্ত্রী অনুরোধ করেন।

জাঁকিয়ে শীতের আশা পারদ নিম্নমুখী কলকাতায়, কুয়াশারও সতর্কতা

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বরঃ অবশেষে জাঁকিয়ে শীতের আশা কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ্দেই। উত্তরে হাওয়ার সৌজন্মে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার ফের কলকাতায় নামল তাপমাত্রা। কিছুটা কমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

নামল ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পারদ–পতনের পর বৃহস্পতিবারই এই মরসুমের শীতলতম দিন। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফত। দার্জিলিং–সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। কুয়াশার চাদরে ঢাকবে দক্ষিণবঙ্গের তিন

জেলাও। আগামী দু’দিনে পাল্লা দিয়ে কমবে রাতের তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, চলতি সপ্তাহের শেষে ১৫ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলবে কলকাতার পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচেও নেমে যেতে পারে। আপাতত রাজ্যের সর্ব শৃঙ্খ আবহাওয়া থাকবে। সকালের দিকে ঘন কুয়াশার চাদর থাকতে পারে

উত্তরপাড়া ও মাখলার মাঝে রেল লাইনের পাশে ফেনিং দিয়ে ব্লক, পারাপারে অসুবিধা সাধারণ মানুষের তীব্র ক্ষোভ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ১২ ডিসেম্বরঃ পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে উত্তরপাড়া স্টেশনের উত্তর দিকে মাখলা ও উত্তরপাড়া কাঁঠালবাগান বাজারের মাঝখান দিয়ে রেললাইন গিয়েছে সেই রেল লাইনের কাঁঠালবাগানের দিকে রেললাইন পারাপারের জায়গা রেলের পক্ষ থেকে বুধবার বিকেলে ফেনিং দিয়ে ঘেরা হয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে যার ফলে সাধারণ মানুষ জন দুই পাড়ের বাসিন্দাদের রেললাইন পারাপার করা খুব সমস্যা হয়ে গিয়েছে । অর্থাৎ এলাকার বাসিন্দাদের রেললাইন পার করে যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এলাকার বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাদের বক্তব্য আমরা কিভাবে রেললাইন পার করে উত্তরপাড়ায় যাব বা উত্তরপাড়া থেকে মাখলার দিকে আসবো আমাদের যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেলে। আমরা খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম কারণ পাশে যে রেলওয়ে কালভার্ট আছে সেই কালভার্টের তলা দিয়ে সব সময় যাওয়া-আসা করা যায় না। সারাদিনের বেশিরভাগ সময় জলে ডুবে থাকে রেলের পক্ষ থেকে পাম্প মেশিন চালিয়ে সব সময় জল বার করা হয় না ছাত্রছাত্রীরা জলের মধ্যে দিয়ে তো আর যেতে পারে না আর সাধারণ মানুষের ওঁইভাবে যাওয়া সম্ভব না। তাই তারা রেললাইন পার হয়ে লোকান সমস্যা সমাধান কিভাবে ইঙ্কুলে বা ব্যাংকে যাওয়া



আসা করতেন এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

রেলের এটা বোঝা উচিত ছিল জানালেন বেশ কিছু বাসিন্দা। তারা ক্ষোভে খুঁজছেন ওই এলাকার গৃহবধূ বর্ণালী হাজরা চৌধুরী বললেন আমাদের খুব সমস্যা হয়ে গেল রেলওয়ে কালভার্ট জলে ডুবে থাকে, আমরা সেই জন্য রেললাইন পার হয়ে লোকান বাজার ও গুণধপত্র কিনতে যাই। এখন রেল ফেনিং দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ব্লক করে দিয়েছে। কিভাবে এখন আমরা যাওয়া আসা করব রেলের এটা বোঝা উচিত ছিল পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা করা আগে উচিত ছিল অবিলম্বে আমাদের সাবওয়ে বা ফুট ব্রিজ করে দিতে হবে রেলের কাছে এটা আমাদের আবদন আমরা কি তাহলে ঘরে বসে থাকবো সমস্যা সমাধান কিভাবে হবে রেল এটা বলে দিক

জানিয়েছি কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি সাধারণ মানুষের এই সমস্যা । কি করে ইঙ্কুল লোকান বাজার করতে যাবে তারা আমাদেরও যেতে হয় এইভাবে। আমরা রেলকে আবার বলবো দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে । এলাকার কাউন্সিলর অর্নব রায় জানানলেন হতাঁহ করে রেল ওই জায়গাটা ব্লক করে দিল সাধারণ মানুষ কিভাবে রেললাইন পার হবে তাছাড়া রেলওয়ে কনভার্ট জলে ডুবে থাকে রেলের কর্মীরা টিকমতো আসে না জল তুলতো রবিবারেও কেউ জল তুলতে আসে না ডুবে থাকে রেলওয়ে কনভার্ট সেজন্য সবাই রেল লাইন পার করে আগে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবা উচিত ছিল অবিলম্বে সাবওয়ে ও ফুট ব্রিজ করার দাবী জানাচ্ছে রেলের কাছে।

সুন্দরবনে জাতিভূক্ত কৃষকদের মৎস্য ও প্রাণী পালনের নতুন দিশা

দূরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১২ ডিসেম্বরঃ বিগত দুই দিন অর্থাৎ ১০ এবং ১১ডিসেম্বর সুন্দর বন অঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জ ও সদে্দশখালী-২ ব্লকের যোগেশ গুপ্ত, হেমনগর, সদে্দশখালী, বেডমজুর গ্রামে সংগঠিত হলো প্রাণীপালন ও মৎস্য চাষ সংক্রান্ত আলোচনা এবং সচেতনতা শিবির। যার উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সাহায্য প্রাপ্ত প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্বাচিত গ্রামের তপশিলী জাতিভূক্ত কৃষকদের সামাজিক – অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন প্রকল্প এর অধীনে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডঃ শান্তনু বোরা ও ডঃ মানিক চন্দ্র পাণ্ডারা। এই অনুষ্ঠানে সুন্দরবন অঞ্চলের

৭০ জন তপশিলী জাতির উপভোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের মুখ্য বৈজ্ঞানিক ডঃ মনোরঞ্জন রায় জানান, যে প্রাণী পালন ও মাছ চাষের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার (নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ছয়টি ব্লকের (হিঙ্গলগঞ্জ, সদে্দশখালী-২, সোনারপুর, বারুইপুর, রানাঘাট – ২ ও চাকদহ) মোট ২১০ জন তপশিলী জাতিভূক্ত উপভোক্তাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে । ও বিভিন্ন ইনপুট যেমন- প্রজন্মের উপযুক্ত ছাগল, হাঁস ও মুরগীর বাচ্চা, মাছের চারা, দানা খাবার, ওষধ প্রভৃতি প্রদান করা হবে। ছাড়াও প্রকল্পের অধীনে প্রায় ২০০ জন মেধাবী ছাত্র – ছাত্রীদের

চিটফান্ড মামলায় হুগলির দুই জায়গায় ইডির হানা

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ ডিসেম্বরঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হুগলির রিষড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থার দুটি টিম একযোগে তল্লাশি চালায়। চিটফান্ড মামলায় হুগলির দু জায়গায় ইডির হানা। সূত্রের খবর, চিটফান্ড মামলার তদন্তেই এই তল্লাশি।



বৃহস্পতিবার এনএস রোডের বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্টের চার তলার একটি ফ্ল্যাটে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযানে ঢোকেন ইডি আধিকারিকরা। এলাকা সূত্রে খবর, বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্টের ওই ফ্ল্যাটটি এক ব্যবসায়ীর। অনেক দিন ধরেই পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন তিনি। তবে তাঁর কীসের ব্যবসা, তা এলাকার লোকজন জানেন না। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার লোকজনের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশাও করেন না তিনি। তাঁর আবাসনে তল্লাশি চলেছে। পাশাপাশি রিষড়া বাঙুর পার্ক এলাকায়ও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেই অভিযান চলছে ইডির। প্রায় ৪ ঘটটার উপরে এই তল্লাশি অভিযান চলছে।অন্যদিকে, রিষড়ার বাঙুর পার্ক এলাকায়ও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। রাজ্যে চিটফান্ড তদন্তে ফের সক্রিয় ইডি, এ বার হুগলির রিষড়ায় হানা। মনে করা হচ্ছে, এই অভিযানের পিছনেও চিটফান্ড তদন্ত রয়েছে। যদিও তা পুরোপুরি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। রিষড়ার বাঙুর পার্কে তল্লাশির ফাঁকেই এ দিন এক বার ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইডির এক অধিকারিক। তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনও জবাব দিতে চাননি। জানান, ‘আমরা এখনই কিছু বলতে পারব না, তদন্ত চলছে।’

সরকারি অফিসে রাজনৈতিক মিটিং এর অভিযোগ

দূরন্ত বার্তা, হুগলি,১২ ডিসেম্বরঃ পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের দলীয় মিটিং চলে বলে সূত্রের খবর। সরকারি অফিসে রাজনৈতিক মিটিং হয়েছেএই অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে বিখল বিরোধীরা। যা নিয়ে পুরশুড়ায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতিতে মিটিং করেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি যশবন্ত ঘোষ। বৈঠকে আরোবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি রামেন্দু সিংহরায় থেকে শুক্র করে তৃণমূল নেতা শেখ সািকমসহ তৃণমূলের বহু নেতাকর্মী এবং প্রধান, উপপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সরকারি ভাবে কেন দলীয় বৈঠক হবে, এই নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেরও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, সরকারি আধিকারিকরা মিটিং ডেকেছিলেন। তাই তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কোনও রাজনৈতিক বৈঠক হয়নি। এই ঘটনা জানাজানি হতেই তৃণমূলের একাংশ যেমন প্রশ্ন তুলে তোলেন তেমনি বিরোধীরাও খিঙ্কার জানিয়েছে।

তৃতীয় বার্ষিক রাজ্য স্তরীয় খেলা কুদ সমারোহ জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মিলন সংঘ মাঠে তৃতীয় বার্ষিক রাজ্য স্তরীয় খেলা কুদ সমারোহের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান সময়ে



বহু অংশগ্রহণকারী এই খেলাধুলা উৎসবে যোগ দেয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এক সাতম্বরে র্যালির মাধ্যমে। র্যালিতে উপস্থিত ছিল পুষ্টিয়ায় ঐতিহ্যবাহী ছৌ নাচ, আদিবাসী মাদলের তাল, এবং বিভিন্ন সৃষ্টিকার্য, যা স্থানীয় সংস্কৃতির প্রাচ্য সম্পৃক্ত। এছাড়াও, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব প্রতিভা প্রদর্শন করে র্যালির মধ্যে অংশগ্রহণ করে। এই আয়োজনে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে তারা প্রযুক্তির আসক্তি থেকে বেরিয়ে খেলাধুলার মাধ্যমে নিজস্বের সুস্থ রাখেন। অনুষ্ঠানটি একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে বাচ্চাদের সঠিক দিশা প্রদানের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন অতিথি, শিক্ষাবিদ এবং খেলার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আরো বেশি সংখ্যক যুবক- যুবতীকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানান।

নাবালিকাকে ধর্ষণ, দুই আসামিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল আদালত

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১২ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর হিলি রুকে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় দুই আসামিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের পকশো আদালত। বৃহস্পতিবার পকশো আদালতের বিচারক শরণ্যা সেন প্রসাদ এই নির্দেশ দেন। এমনই তথ্য জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী খতরত চক্রবর্তী। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন ২০-১২-২০১৯ তারিখে মিনি রুকে এক বছর ১৫ নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় গত পরশুদিন দুই অভিযুক্ত কে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক। আজ পকশো আদালতের বিচারক ওই দুই অভিযুক্ত কে ৩৪১ নম্বর ধারায় ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং পকশো আইনের ৬১৮ নম্বর ধারায় ওই দুই অভিযুক্তকে দশ বছরের কারাদণ্ড ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্ঘাতিতকে থেকে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

কচিকাঁচাদের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দিতে স্কুলেই সবজি বাগান

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ ডিসেম্বর : বাঁকুড়ার ভোলা হীরাপুর নেতাজি সুভাষ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হয়েছে বিপাল সবজিবাগান। যে বাগান থেকে প্রতিদিন টাটকা সবজি তুলে তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে মিড ডে মিলের রান্না ঘরে, সেখানে তা রান্না করে প্রতিদিন যাওয়ােনো হাছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। মিড ডে মিলে প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে ডিম আর সয়াবিন-আলু ব তরকারি খায় স্কুলের কঁচিকাঁচার। সবজি প্রায়ই থাকে না তাই স্কুলের শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির উদ্যোগে স্কুল-ক্যাম্পাসেরে ভিতরেই গড়ে তোলা হয়েছে এক বিশাল আকার সবজির বাগান। যেখানে উৎপাদিত হচ্ছে কুমড়ে, লাউ, বরবটি, বিনস, কপি, মুলো, বেগুন-সহ নানা সবজি। সারা বছরই এই বাগানে উৎপাদিত হয় নানান শাক ও সবজি। যা রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়দায়িত্ব স্কুলের শিক্ষকদের। বাগান পাঠক করার জন্য দুজনকে রাষ্টা হায়েন্ড স্কুলের ক্লাস শেষে শিক্ষকরাই যে যাঁর নিজের মতো কখনো হাতে কোদাল বা কাঁখে স্প্রে মেশিন নিয়ে নেমে পড়েন সবজির জমিতে। তবে এই ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় না কোনও কীটনাশক। জৈব সার দিয়েই উৎপন্ন করা হয় এই বাগানের ফসল। ফলে এই ফসলে নেই কোনও ‘বিষ’। এ থেকে হবে না শারীরিক কোনও ক্ষতিও। ফলে, শুধু পেটই ভরবে না, পুষ্টির উজ্জলতাও ছুঁয়ে যাবে পড়ুয়াদের। টাটকা ও তাজা সবজি ছাত্রছাত্রীদের মুখে তুলে দিতে পেরে আহ্লাদিত হন শিক্ষকেরা। ওদিকে প্রতিদিন ভাতের পাতে কিছু না কিছু টাটকা সবজির স্নাদ পেয়ে খুশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও।

বাংলাদেশ থেকে পাথর বর্ষণ! আতঙ্ক গঙ্গারামপুর সীমান্তের তেলিয়াপাড়া গ্রাম

দূরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্তে চলা অশান্তির প্রভাব এবার পড়ল ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর রুকের তেলিয়াপাড়া গ্রামে। অভিযোগ, গভীর রাতে বাংলাদেশের কিছু দুষ্কৃতি তেলিয়াপাড়া গ্রামে এলাপাথাড়ি পাথর ছুঁড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। যে ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা ভীত-সন্ত্রস্ত। জানা গেছে, বাসুিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিহরপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত এই গ্রামে ২৭টি হিংদু ও ৪০টি সংখ্যালঘু পরিবার বাস করে। সকলেই মূলতঃ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তবে সীমান্তের কাছ ৫০ মিটার দূরে পুকুরের ওপারে থাকা বাংলাদেশি গ্রামগুলি থেকে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় এই এলাকায়। যে গ্রামগুলি থেকেই রাতের অন্ধকারে পাথর ছুঁড়ছে বাংলাদেশী দুষ্কৃতিরা বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ রায় বলেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে আমাদের মাটির বাড়িতে প্রচণ্ড পাথর পড়তে শুরু করে। বাড়ির ক্ষতি তো হয়েছেই, তার সঙ্গে সন্তানদের নিয়ে কীভাবে থাকব বুঝতে পারছি না। আতঙ্কে দিন কাটছে। বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা পুলিশ সুপার চিন্নয় মিতাল, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পিরাজুল ইসলাম জানান, বিএসএফ ও পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত জানানো হয়েছিল। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। তবে এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার এবং বিএসএফ কর্তৃপক্ষ কোনো মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে আতঙ্কিত তেলিয়াপাড়ার গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন।

বিএসএফ এর ক্যাম্প থেকে চুরি, ধৃত অভিযুক্ত

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত সালুগারোতে বিএসএফ এর ক্যাম্প থেকে বেশ কিছু সামগ্রী চুরির ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ওই বিএসএফ ক্যাম্পে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, পাশাপাশি চলছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানোর কাজ। সেখান থেকেই ফ্যান এবং বিদ্যুতের তারের তার সহ আরো বেশ কিছু জিনিস চুরি যায়। গত পরশু দিন রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটার পর বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশের দায়স্থ এই সালুগাড়া বিএসএফের আধিকারিকরা। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বিভিন্ন সূত্ৰকে কাজে লাগিয়ে ভক্তিনগর থানার এপি ক্রাইম উইংয়ের পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনার সাথে যুক্ত কুখ্যাত অপরাধী রাকেশ মিস্ত্রি। রাকেশ মিস্ত্রির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় নানান অপরাধের ঘটনায় মামলা রয়েছে। পাশাপাশি ভক্তিনগর থানার পুলিশ ও বেশ কয়েকবার রাকেশ মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করেছিল চুরির ঘটনার অভিযোগে। কিছুদিন আগেই রাকেশ মিস্ত্রি পালায় থেকে ছাড়া পায় রাকেশ। জেল থেকে বেরিয়ে আবার শুরু পুরোনো পেশা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিধান চালিয়ে ফাপড়ি এলাকা থেকে ভক্তিনগর থানার এপি ক্রাইম উইং এর পুলিশ রাকেশ মিস্ত্রিকে গ্রেতার করে। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই বিএসএফ ক্যাম্প থেকে চুরি যাওয়া নানান সরঞ্জাম উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানার এপি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। ধৃত রাকেশ মিস্ত্রির বাড়ি ভক্তিনগর থানার খোলা চাঁদ ফাপড়ি এলাকায়। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

বন্ধ দোকানের আড়ালে চলছিল গ্যাস রিফিলিংয়ের অবৈধ ব্যবসাঃ ভস্মীভূত দোকান সহ গাড়ি

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ ডিসেম্বর : বন্ধ চায়ের দোকানের আড়ালে অবৈধভাবে চলছিল ডোমেস্টিক গ্যাস রিফিলিং এর ব্যবসা। হঠাৎ গ্যাসের দোকান আগুন ধরে যায়, সেই আগুনে দাঁউ দাঁউ করে ঝলতে থাকে দোকান সহ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নতুন চারচাকা গাড়ি। জনবহুল এলাকায় ভয়াবহ আগুন দেখে দৌড়ে আসে স্থানীয়রা, তারাই দমকলে খবর দেয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় আধ-ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বৃহস্পতিবার ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল বর্ধমান পুরসভার ০৭নম্বর ওয়ার্ডের তিনকোনিয়া এলাকায়। এই দুর্ঘটনায় ওই বন্ধ দোকানের মধ্যে থাকা এক মহিলা আগুনে আংশিক জখম হন। গুরুতর জখম মহিলার নাম সানোয়ারা রাজভরা। তাকে বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে স্থানীয়রা। বর্ধমান শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড হল তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ড। এটির চিক সামনে পৌরসভার জায়গায় অবৈধভাবে রয়েছে বেশ কয়েকটি দোকান। স্থানীয়দের অভিযোগ, তার মধ্যে একটি বন্ধ দোকানে অবৈধভাবে ডোমেস্টিক গ্যাসে সিলিন্ডার মজুত ছিল। গ্যাসের সিলিণ্ডার থেকে ছোটো ছোটো সিলিণ্ডারে রিফিলিং (কাটিং) করার কাজ চলছিল। যা সম্পূর্ণ বেআইনি। গ্যাস সিলিন্ডার থেকে যেভাবে আগুন লেগেছে তাতে ঘটনা আরো ভয়াবহ হতে পারতো। দিনের বেলায় এই গ্যাসের দোকানো আগুন লাগলে ঘটনায় রীতিমত আলোড়ন ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনকোনিয়ার মতো জনবহুল এলাকায় বন্ধ দোকানো কি ভাবে আগুন লাগল এবং সেখানে দাশ্য কোন জিনিস মজুত ছিল কি না জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দমকল আধিকারিক সৃজিত দাস বলেন, বর্ধমান শহরের



তিনকোনিয়া এলাকায় একটি দোকানে আগুন লাগে, সেই আগুনে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি চারচাকা গাড়ি। আধ-ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ওই দোকানের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট, বড় গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ছিল। কি ভাবে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে ঘটনাস্থলটি বর্ধমান পৌরসভার জায়গা। বহুদিন ধরে ওই দোকানো গ্যাস রিফিলিংয়ের (কাটিং) কারবার অবৈধভাবে চলতে থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না বলেই অভিযোগ করছেন খোদ শহরবাসীর একাংশ। অনেকেই অভিযোগ, পুর প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনের গাফিলতি ও নজরদারির অভাবেই এক শ্রেণীর কারবারি দিনের পর দিন শহরের জনবহুল এলাকায় এই বিপজ্জনক কারবার ফেঁদে মুনাকা কায়েম আসছে। অভিযোগ, এদের কারুরই ট্রেড লাইসেন্স বা ব্যবসা করার বৈধ অনুমোদনই নেই। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, পৌরসভার ওই জায়গায় দোকান রয়েছে বা সেই দোকানো গ্যাস থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। এই বিষয়ে শুক্রবার তিনি পৌরসভার একটি তদন্তকারী দল পাঠাচ্ছেন ঘটনাস্থলে বলে জানান তিনি।

কমলালেবু ফলিয়ে বেকারদের স্বনির্ভর হওয়ার দিশা দেখাচ্ছেন একজন প্রাক্তন শিক্ষক



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ ডিসেম্বর : মালদায় বেকারদের স্বনির্ভর হওয়ার দিশা দেখাচ্ছেন একজন প্রাক্তন শিক্ষক। মালদায় কমলালেবু ফলাচ্ছেন তিনি। কোন দার্শনিক-এর কমলাবাগানে নয়। মালদা শহরের একটি বাড়ির ছাদেই ফলছে এমন কমলা। দুটি গাছে ফলছে শতাধিক কমলা। এই বছর প্রথম নয়, গত তিন বছর ধরে বাড়ির ছাদেই গাছ ভর্তি কমলা ফলছে। তবে এই বছর সব থেকে বেশি ফলছে। আকারে বড় খেতেও মিষ্টি

মালদার ছাদ বাগানে উৎপাদিত এই কমলা। মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক অনন্ কুমার বাঁ। বাড়ির তিনতলার ছাদে তৈরি করেছে ছাদ বাগান। সেখানেই সখে গত চার বছর আগে দুইটি কমলালেবুর চারা লাগিয়েছিলেন তিনি। মালদার মাটিতে আদৌ কমলালেবুর গাছ হয় কিনা, পরীক্ষামূলক ভাবে তিনি গাছ লাগিয়েছিলেন। কিন্তু চারা লাগানোর এক বছর পর থেকেই ফল হতে শুরু করেছে। দুটি গাছেই তিন বছর ধরে কমলা

ফরাক্কায় নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ২

দূরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১২ ডিসেম্বর : জয়নগরের পর এবার ফরাক্কা। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ২ অভিযুক্ত। আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার হবে সাজা ঘোষণা। বৃহস্পতিবার জঙ্গিপূর আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয় ২ আসামী। গত ১৩ অক্টোবর ফরাক্কায় ঘটে নৃশংস ঘটনা। বালিকাকে ধর্ষণ, খুন ও অপহরণের ঘটনায় কাধিক ধরায় মামলা রুজু হয়। ঘটনার ৫৯ দিনের মাথায় বিচারে দোষী সাব্যস্ত দুই আসামী দীনবন্ধু হালদার ও শুভজিত হালদার। মধ্যবয়স্ক এক বয়স্কের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়

শিশুকন্যার বস্তু্যবন্দি দেহ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। পরে রক্তের নমুনাগুলির পরিবারের ধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলায় পকসো ধারা যুক্ত করে পুলিশ। নিহত নাবালিকার মা অভিযোগ করে যে, তাঁদের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। নির্ঘাতিতা নাবালিকার মা অভিযোগ করেন, লোড দেখিয়ে তার ১২ বছরের নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে ঢেকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। তারপর তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পরে খুন করে দেহ লোপাটের উদ্দেশ্যে বস্তু্যবন্দি করে।

আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা একই পরিবারের তিনজনের

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১২ ডিসেম্বর : আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা একই পরিবারের তিনজনের। হাড়হিম করা এই কাণ্ডে মৃত এক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এম আর বাবুর হাসপাতালে ভর্তি ২ জন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সুইসাইড নোটও। কিন্তু কেন একসঙ্গে পরিবারের সকলে নিলেন এই চরম সিদ্ধান্ত? জানা যায়, আর্থিক অনটনে জেরবার গোটা পরিবার। উপায় না দেখেই এই সিদ্ধান্ত। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের লঙ্করপুর এলাকায় থাকতেন দীপক রায়– বয়স ৬৩ বছর, স্ত্রী জলি রায়, তার বয়স ৫৫ বছর ও মেয়ে দিশারী রায়, বয়স ২৩। দীপক রায়ের নিজের বাড়ি হাবড়ায়। কিন্তু তিনি ঘর জমাই হিসেবে নরেন্দ্রপুরের এই বাড়িতেই থাকতেন। দীপক রায় আগে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। কিন্তু বিশেষ আয় ছিল না তাঁর। পরবর্তীকালে সেই চাকরিও চলে যায়। এরপর বাড়িতেই মুদির দোকান খোলেন তিনি। কিন্তু সেই দোকানও ভালোভাবে চলছিল না। দোকান চালাতে না পেয়ে একসময় সেই দোকানও বন্ধ করে নেন। বাড়িতে তিনি একই রোজগারে তাই দোকান বন্ধ হওয়ার পর পরিবারের তেমন কোনও আয় ছিল না। এমনকী আর্থিক অনটনের কারণে কলেজে পড়তে পড়তেই পাড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর মেয়ের। বয়সের রাতে জলি রায়ের বোন তাঁর দিদিকে ফোন করে। জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য বোনকে বাড়িতে আসতে বলেন জলি। দিদির কথামতো বৃহস্পতিবার সকালে জলির বোন বাড়িতে এসে দেখেন, বাড়ির দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর মেয়ে দিশারী দরজা খোলেন। তখনই তাঁর মাসি দেখেন যে দিশারীর হাতের শিরাকটা। দিশারীই তাঁর মাসিকেই জানায় যে তাঁরা সবাই ঘুমের গুণ্ণ খেয়েছে। সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি প্রতিক্রি়াদের তাকেন জলি রায়ের বোন। এরপর তাঁদের সাহায্যেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরিবারের ৬ জনকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ে জলি রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি দীপক রায় ও জলি রায়।

নদী থেকে ডাঙায় উঠে এল বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই ভাগীরথী নদী থেকে ডাঙায় উঠে এল বিরল প্রজাতির তিন কিলো ওজনের এক কচ্ছপ। স্থানীয় এক আম বাগানের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পূর্ণবয়স্ক এই বেশ বড়সড়ো কচ্ছপটিকে। এই ঘটনার খবর জানাজানি হতেই বৃহস্পতিবার সকালে কচ্ছপ দেখতে ভিড় জমান এলাকার স্থানীয় মানুষজন। কচ্ছপটিকে এদিন উদ্ধার করা হয় ফুলিয়া ভাগীরথীর তীরবর্তী পুমলিয়া গ্রামে। এদিন, বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিপুর থানার ফুলিয়া পুমলিয়া গ্রামের এক বাসিন্দা সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমবাগানের মধ্যে একটি বিশালাকার কচ্ছপ দেখতে পান। আর এই খবর জানাজানি হতেই কচ্ছপ দেখতে বাগানে ভিড় জমান স্থানীয়

লোহার পাইপে ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ ডিসেম্বর : হাইড্রেনের উপর রাখা মেশিনের লোহার পাইপে ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার সকালে হাইড্রেনের মধ্যে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন সকালে শিলিগুড়ির বন্ধার ম্যেডের কাছে বিশ্বনাথ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশকে জানানো হয়। মৃত ব্যক্তি ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর পল্লীতে থাকতেন। পেশায় টোটো চালক ছিলেন। বুধবার রাতে ১০০ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন তিনি। রাতে বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু খুঁজে পাননি। সকালে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান বাসিন্দারা। পরিবার ও পুলিশকে জানানো হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, ওই ব্যক্তি বেশ কয়েকজনের থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। মানসিক অবসাদেও ছিলেন। এদিন সকালে দেহ উদ্ধার করে মনোব্যাডন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন স্টেশন বিজ্ঞপ্তি নং ৫৫-এসডিএলটিই-এ এসএন-২০২৪-২৫, তারিখঃ ১১.১২.২০২৪।
নিম্নের ডিভিশনাল স্টেশনাল আন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩২১ নিম্নলিখিত কাচের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।
কাচের জন্য/কামঃ আসানসোল ডিভিশন–
(১) আপ সিক লাইন এবং বিওএক্সএন ডিশো–তে পরিকাঠামোর অপমেন্টেশন এবং
(২) আপ সিক লাইন এবং বিওএক্সএন ডিশো–তে পরিকাঠামোর অগ্যক্টেশন সম্পর্কিত পিএ সিটসেমে ব্যবস্থা সম্পর্কিত টেন্ডারম কাজ।
টেন্ডার মূল্যঃ ৪৯,৩০,৬৪৯.৮৬ টাকা ।
বানান মূল্যঃ ১৮,৬০০ টাকা।
কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ৯০ দিন।
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৮.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা
ওয়েবসাইট বিবরণঃ <http://www.ireps.gov.in/>
ASN-263/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.indianrailways.gov.in/
www.ireps.gov.in/ –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অসুসর কলঃ ☎ @EasternRailway
📍 @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নিম্নের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩২১ মুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএন গোটািল ভাইড ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in–এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিখ্যাত বিবরণ নিম্নরূপ:
অকশনের ধরণঃ (১) **ই-অকশন ক্যাটাগরি নংঃ এক্সএস–পার্ক১৬–২৯১২।**
স্টেশনের নাম/অবস্থানঃ (১) রাণীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের বেশেদিক দিক অভিমুখে দুই (০২) হুইলার পার্কিং (২) ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে দুই (০২) হুইলার পার্কিং (৩) পানাগড় রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ দিকে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) হুইলার পার্কিং (৪) বুঝাজপুর্ রেলওয়ে স্টেশনে ডিআরপি অফিসের পাশে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) হুইলার পার্কিং।
ই-অকশন স্ক্রল তারিখঃ ২৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সকল সম্ভাব্য বিভাগ্যাদের প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ASN-268/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.indianrailways.gov.in/
www.ireps.gov.in/ –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অসুসর কলঃ ☎ @EasternRailway
📍 @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নিম্নের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩২১ মুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএন গোটািল ভাইড ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in–এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিখ্যাত বিবরণ নিম্নরূপ:
অকশনের ধরণঃ (১) **ই-অকশন ক্যাটাগরি নংঃ এক্সএস–পার্ক১৬–২৯১২।**
স্টেশনের নাম/অবস্থানঃ (১) রাণীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের বেশেদিক দিক অভিমুখে দুই (০২) হুইলার পার্কিং (২) ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে দুই (০২) হুইলার পার্কিং (৩) পানাগড় রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ দিকে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) হুইলার পার্কিং (৪) বুঝাজপুর্ রেলওয়ে স্টেশনে ডিআরপি অফিসের পাশে দুই (০২), তিন (০৩) এবং চার (০৪) হুইলার পার্কিং।
ই-অকশন স্ক্রল তারিখঃ ২৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সকল সম্ভাব্য বিভাগ্যাদের প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ASN-268/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.indianrailways.gov.in/
www.ireps.gov.in/ –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অসুসর কলঃ ☎ @EasternRailway
📍 @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA : PURULIA

TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.: **16/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No. 01 to 15)**
- No. of Work:- **15 (Fifteen) nos.**
- Last Date of Application:- **23.12.2024 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **26.12.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers:- **23.12.2024 up to 14.00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.**
- Date of Opening of Tender: **30.12.2024 after 14.00 hours.**

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity on working day's at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

ৱিটারিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

লামডিং ডিভিশনের উন্নয়ন এবং স্থানান্তর ভিত্তিতে ডিমারপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসি/নন-এসি ডিমারিগ এবং ৱিটারিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তির জন্য ই-নিলাম। নিলাম ক্যাটাগরি নংঃ **আরওআর-ডিএমডি-০২-২০২৪। নিলাম শুরুঃ (সমস্ত লট)ঃ ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১০:০০ ঘট্টা; দিন ১৮-১৬, একক দরঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং।**

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এ/এ/১	পিএকইউ-এলএমডি-ডিএমডি-ডব্লিউআরএল-৫৭-২৪-১ (পে এবং ইউস - লটিজ/ওয়েস্ট/ৱিটারিং/ক্রক রুম)	উন্নয়ন, পরিচালনা এবং স্থানান্তর ভিত্তিতে ডিমারপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসি/নন-এসি ৱিটারিগ এবং ৱিটারিং রুমগুলির উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১০:০০ ঘট্টা। প্রাথমিক কুলি অক সমন্বয় হল ৫০ মিনিট। পপসল লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। ব্যয়ক্রিয় বৃদ্ধি সময়কালঃ ২১০ সেকেন্ড, সফটিক ব্যয়ক্রিয় বৃদ্ধিঃ ১০ বার। **ব্রটব্যঃ** সম্ভাব্য দলদ্বারা যোগ্য আরও ৱিটারিং অনার সাজে আইআরইপিএন ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in –এ ই-নিলাম মডেলিভ দেখার জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

ডিমারওএ (সি), লামডিং

ৱিটারিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

লামডিং ডিভিশনের উন্নয়ন এবং স্থানান্তর ভিত্তিতে ডিমারপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসি/নন-এসি ডিমারিগ এবং ৱিটারিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তির জন্য ই-নিলাম। নিলাম ক্যাটাগরি নংঃ **আরওআর-ডিএমডি-০২-২০২৪। নিলাম শুরুঃ (সমস্ত লট)ঃ ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১০:০০ ঘট্টা; দিন ১৮-১৬, একক দরঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং।**

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এ/এ/১	পিএকইউ-এলএমডি-ডিএমডি-ডব্লিউআরএল-৫৭-২৪-১ (পে এবং ইউস - লটিজ/ওয়েস্ট/ৱিটারিং/ক্রক রুম)	উন্নয়ন, পরিচালনা এবং স্থানান্তর ভিত্তিতে ডিমারপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসি/নন-এসি ৱিটারিগ এবং ৱিটারিং রুমগুলির উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১০:০০ ঘট্টা। প্রাথমিক কুলি অক সমন্বয় হল ৫০ মিনিট। পপসল লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। ব্যয়ক্রিয় বৃদ্ধি সময়কালঃ ২১০ সেকেন্ড, সফটিক ব্যয়ক্রিয় বৃদ্ধিঃ ১০ বার। **ব্রটব্যঃ** সম্ভাব্য দলদ্বারা যোগ্য আরও ৱিটারিং অনার সাজে আইআরইপিএন ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in –এ ই-নিলাম মডেলিভ দেখার জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

ডিমারওএ (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ওপেন স্টেশন বিজ্ঞপ্তি নং ৫৫-এসডিএলটিই-এ এসএন-২০২৪-২৫, তারিখঃ ১১.১২.২০২৪।
নিম্নের ডিভিশনাল স্টেশনাল আন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩২১ নিম্নলিখিত কাচের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।
কাচের জন্য/কামঃ আসানসোল ডিভিশন–
(১) আপ সিক লাইন এবং বিওএক্সএন ডিশো–তে পরিকাঠামোর অপমেন্টেশন এবং
(২) আপ সিক লাইন এবং বিওএক্সএন ডিশো–তে পরিকাঠামোর অগ্যক্টেশন সম্পর্কিত পিএ সিটসেমে ব্যবস্থা সম্পর্কিত টেন্ডারম কাজ।
টেন্ডার মূল্যঃ ৪৯,৩০,৬৪৯.৮৬ টাকা ।
বানান মূল্যঃ ১৮,৬০০ টাকা।
কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ৯০ দিন।
টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৮.

গৃহকোন

এমন শুষ্ক দিনে কোথাও আগুন লাগলে তা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, আপনি কি করবেন

মৌসুমের পালাবদলে বেশ শুষ্ক হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। শুষ্ক মৌসুমে আগুন লাগার ঝুঁকি বেশি থাকে। এমন দিনে হঠাৎ যদি কোথাও আগুন লেগে যায়, তা ছড়িয়েও পড়ে সহজেই। গ্রাম কিংবা শহর যেকোনো জায়গাতেই কিন্তু ঘটে যেতে পারে আকস্মিক ও মর্মান্তিক কোনো অগ্নিদুর্ঘটনা। তাই অগ্নিদুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকতে সবারই সচেতন থাকা উচিত। অন্যান্য মৌসুমে তো বটেই, এই মৌসুমে একটু বেশি সতর্কতা প্রয়োজন।

রান্নাঘর হোক নিরাপদ শীতের সময়টায় বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচতে জানালা-দরজা লাগিয়ে রাখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গ্যাসের চুলা জ্বালানোর আগে অবশ্যই রান্নাঘরের জানালা-দরজা খুলে দিতে হবে। বন্ধ রান্নাঘরে ম্যাচের কাচি জ্বালানো মাত্র আগুন লেগে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। কারণ, আপনার অগোচরেই ঘরে চুলার গ্যাস একটু একটু করে বেরিয়ে জমা



হতে পারে। ঘ্রাণশক্তি দিয়ে আপনি তা অনুভব নাও করতে পারেন। কিন্তু আগুন জ্বালালেই ঘটতে পারে বিপদ।

চুলা জ্বালিয়ে লম্বা সময়ের জন্য অন্য কোথাও যাবেন না। গ্যাসের বা কেরোসিনের চুলার অনুষঙ্গগুলোয় কখনো জল লাগাতে নেই। কারণ, চুলার ধাতব অংশে জল লাগানো হলে তাতে মরিচা পড়ার ঝুঁকি থাকে। ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। রান্না শেষে শুকনা কাপড় দিয়ে চুলা মুছে রাখুন। প্রয়োজনে ভিনেগার ভেজানো কাপড় দিয়ে চুলার বিভিন্ন অনুষঙ্গ মুছতে পারেন। চুলার ওপর কাপড়

শুকাতে দেবেন না। কোনো সমস্যা না থাকলেও বছরে একবার অভিজ্ঞ ও পেশাদার ব্যক্তিকে দিয়ে গ্যাসের চুলা, গ্যাসের লাইন প্রভৃতি দেখিয়ে রাখা ভালো। গ্যাস সিলিন্ডার থাকলে তা নাড়াচাড়া করুন সাবধানে। মাটির চুলা ব্যবহারের পর ভালোভাবে নেভাতে হবে। চুলার ওপর কিছু রাখতে হলে চুলা পুরোপুরি নিভে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করুন।

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য বাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে কোনো ত্রুটি থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির

সাহায্যে তা ঠিক করিয়ে নিন। অবৈধভাবে বিদ্যুৎ বা গ্যাসের সংযোগ নেবেন না। বৈদ্যুতিক রুম হিটার বা গিজারের মতো অনুষঙ্গ কেনার সময় মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন। পাশাপাশি ব্যবহারবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। এগুলো একটানা চালিয়ে রাখা ঠিক নয়। বাড়িতে কেরোসিন বা অন্যান্য দাহ্য পদার্থ রাখার প্রয়োজন হলে, সেগুলো নিরাপদে রাখুন।



বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য বাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে কোনো ত্রুটি থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির

বিষয়ে সবারই সম্যক ধারণা রাখা প্রয়োজন। বাড়িতে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র রাখুন। পরিবারের সব সদস্যরই এর ব্যবহার সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনে কীভাবে দ্রুততম সময়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে, সে বিষয়টিও খেয়াল রাখুন।



বহুতল ভবনের সিঁড়িতে দাহ্য পদার্থ রাখতে নেই। সিঁড়িতে এমন কোনো কিছুই রাখা উচিত নয়, যা জরুরি মুহূর্তে বেরানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অপ্রয়োজনীয় জিনিস ডিক্রাটার করে দেওয়ার বিষয়টি এখন বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে



খুব শখ করে কেনা কোনো পোশাক হয়তো আর পরা হবে না। আবার সেটা ফেলে দিতেও মন মানছে না। অপ্রয়োজনীয় সেই পোশাক ডিক্রাটার করে দিতে পারেন। তুলনামূলক কম দামে এমন কেউ সেটা কিনে নিতে পারেন, যেটা তাঁর দরকার। বন্ধু হয়তো বিদেশ থেকে অনেকগুলো দামি ড্র্যাডের লিপস্টিক উপহার পাঠাল যার প্রায় অর্ধেকের রংই আপনাকে মানাচ্ছে না। এত দামি লিপস্টিক ফেলে রেখে নষ্ট করতে চাইছেন না। ফেসবুকের একটি ডিক্রাটার গ্রুপে ছবি আর দামসহ পোস্ট করুন। দেখবেন সেখানকার সদস্যরা পছন্দ অনুযায়ী কিনে নেবেন। ডিক্রাটার বলতে বোঝায়, যে জিনিস আপনার জীবনে বাড়তি বা আর প্রয়োজন নেই, সেটা সরিয়ে ফেলা। অর্থাৎ জীবনে অতিরিক্ত জিনিসপত্র বা বাহুল্য কমিয়ে ফেলা।

জেনে হয়তো অবাক হবেন, ডিক্রাটার করা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়েব এমডির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আপনি যদি সহজ উপায়ে এমডির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আপনি যদি সহজ উপায়ে স্ট্রেস কমাতে চান, তাহলে ডিক্রাটার করুন। অতিরিক্ত জিনিসপত্র কমিয়ে ফেলার এই প্রক্রিয়া আপনাকে শান্ত করবে, আনন্দ দেবে। ডিক্রাটারের মাধ্যমে আপনি কাজে মনোযোগী হতে পারবেন, জানতে পারবেন টিক কতটুকু আপনার দরকার। সেই ছবি আর দামসহ পোস্ট করুন। দেখবেন সেখানকার সদস্যরা পছন্দ অনুযায়ী কিনে নেবেন। ডিক্রাটার বলতে বোঝায়, যে জিনিস আপনার জীবনে বাড়তি বা আর প্রয়োজন নেই, সেটা সরিয়ে ফেলা। অর্থাৎ জীবনে অতিরিক্ত জিনিসপত্র বা বাহুল্য কমিয়ে ফেলা।

বিন নামের একটি গ্রুপ ফেসবুকে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছিল। তবে ফেসবুকের কিছু নিয়মের কারণে গত বছর গ্রুপটি ডিজবল হয়ে যায়। ফেসবুকে কিছু গ্রুপ আছে যারা কেবল ফানিচার বিক্রি করে, কিছু বিশেষায়িত শিশুদের পণ্য, কোথাও কোথাও ডিক্রাটার হয় কেবল শাড়ি। আবার কোনো কোনো গ্রুপে চলে কসমেটিকস ও স্কিনকেয়ার পণ্যের অদলবদল। ইদানিং আবার এলাকাভিত্তিক ডিক্রাটার গ্রুপও হচ্ছে। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা কাছাকাছি থাকেন বলে সহজেই পণ্য দেখে আনতে পারেন।

তোভাবে ডিক্রাটারের কেনাবেচায় প্রভাণরা এভাবে ফেসবুকের হাজার হাজার গ্রুপের মধ্যে কোনটিতে পোস্ট করলে পণ্য সঠিক দামে বিক্রি করতে পারবেন বা পুরানো পণ্য কিনে ঠকবেন না, তা নির্ধারণ করা বেশ মুশকিল। এ ক্ষেত্রে আপনি ক্রেতা-বিক্রেতা যাই হন না কেন, কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। কারণ, বেশির ভাগ ডিক্রাটার গ্রুপগুলো চলে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে, তাই ঠেকে গেলে গ্রুপ অ্যাডমিনকে দোষারোপ করেও লাভ হয় না।

ডিক্রাটারের ক্ষেত্রে যেকোনো পণ্য হাতে পেয়ে ডেলিভারিমানের সামনে চেক করে, তবেই লেনদেন করা ভালো। আবার ফেইক অইডি বা লকড আইডি দেখে সন্দেহ হলে

তার সঙ্গে লেনদেন না করাই ভালো। প্রভাণরা ঠেকাতে কিছু গ্রুপ সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে। পোস্ট অ্যাক্রডের ক্ষেত্রে গ্রুপগুলোর রয়েছে আলোচনা নিয়ম। কেনা দাম, কেনার রিসিট দেখানো ও কেনা দামের অন্তত ২০ শতাংশ কমিয়ে পণ্য বিক্রি করার মতো নিয়মও মানতে হয় অনেক গ্রুপে। রিসাইকেল বিনের ফ্লোরিডা বলেন, ‘কারণ ঘরে গিয়ে কোনো পণ্য দেখে নেওয়ার কথা হলে যাওয়ার সময় অবশ্যই কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তা ছাড়া যেখানে যাচ্ছেন, ওই জায়গার লোকেশন পরিচিত পুলিশ সদস্য বা পরিবারের কারও সঙ্গে শেয়ার করে যান।’

ফেসবুকের যে ইনস্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ও কপিরাইট ইস্যু আছে, সেটিই মূলত ব্র্যান্ডের পণ্য বিক্রিতে বাধা দেয়। ‘ধরুন, কেউ আপনার ব্যবহৃত পণ্য বিক্রি করবে। এখন ফেসবুকের বট যখন তা দেখে, সে ভাবে অ্যাপল পণ্য তো অ্যাপল স্টোরে থাকার কথা। এটি এই গ্রুপে কেনা? তাহলে নিশ্চয়ই কপিরাইট ভায়োলেশন হচ্ছে। তখন ওই বট এটাকে নেগেটিভ হিসেবে নেয়, গ্রুপ ডিজবল করে দেয়। যেহেতু এটা বট, তাই তাকে বোঝানো সম্ভবও না যে এটা পুরানো জিনিস বিক্রির গ্রুপ। এখানে এসব আসতেই পারে।’

বোমা হামলায় কাবুলে তালেবান মন্ত্রী নিহত

আফগানিস্তানের কাবুলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেতরে এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় তালেবান সরকারের শরণার্থীবিষয়ক মন্ত্রী খলিলুর রহমান হাক্কানি নিহত হয়েছেন। বুধবার এ ঘটনা ঘটে। ২০২১ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় ফেরার পর এবারই প্রথম তালেবানের শীর্ষ পর্থায়ের কোনো নেতা নিহত হলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সূত্র বলেছে, হাক্কানি তাঁর কার্যালয় থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ আগে এ হামলা চালালে হয়। এ ঘটনায় আরও মৃত্যুপ্রাপ্ত জানিয়েছেন, হামলাকারী গতকাল নিজেকে অতিথি পরিচয় দিয়ে শরণার্থীবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। খলিল হাক্কানি দাপ্তরিক কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার সময় বোমা বিস্ফোরণ ঘটান ওই হামলাকারী।

তালেবানের দাবি, ইসলামিক স্টেটসের (আইএস) সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালিয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আইএস কিংবা অন্য কোনো সংগঠন এ হামলার দায় নেয়নি। খলিল হাক্কানি তালেবানের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর শীর্ষ সদস্য ছিলেন। গোষ্ঠীটি হাক্কানি নেটওয়ার্ক নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে ‘বৈশ্বিক সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করেছিল।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও আইআইটি গুয়াহাটির মধ্যে ব্রিজ সুরক্ষা প্রযুক্তির উপর উচ্চস্তরীয় আলোচনা

মালিগাঁও, ১২ ডিসেম্বরঃ মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) মুখ্য কার্যালয়ে এন. এফ. রেলওয়ে ও আইআইটি গুয়াহাটির মধ্যে যোগাযোগ হওয়াটির মধ্যে আজ একটি উচ্চস্তরের প্রযুক্তিগত আলোচনা ও ডেমোনেস্ট্রেশন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অটোমেটেড ব্রিজ মনিটরিং এবং রোবোটিক আন্ডারগ্যাটার ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একাধিক আত্মধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হয় এবং এই ক্ষেত্রে দুটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার জন্য বিস্তারিত রোডম্যাপ তৈরি হয়।

এই অনুষ্ঠানে একটি আকর্ষণীয় প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা ছিল রেলওয়ে ব্রিজের উন্নত আন্ডার গ্যাটার নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সিস্টেম, যার দ্বারা ব্রিজের নীচে ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যাহ্বানগুলি মোকাবিলা করতে রোবোটিক ও এআই ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এই আলোচনার আরও একটি বড় বিষয় ছিল রেলওয়ে ব্রিজ মনিটরিং এবং রেলওয়ে ব্রিজের স্বয়ংক্রিয় নিরীক্ষণের জন্য কমান্ড সেন্টার ভিত্তিক প্রেডিক্টিভ মেন্টেনেস সিস্টেম, যা হলো



পূর্বানুমান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্রিজের সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক আত্মধুনিক পদক্ষেপ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চৈতন্য কুমার শ্রীবাস্তব, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যান্য বৃহত্তর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও আইআইটি গুয়াহাটির বিভিন্ন বিভাগের বরিত অধ্যাপকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি সুরক্ষা, দক্ষতা ও রেল পরিকাঠামোর স্থি়তা

১৬ বছরের ধ্বংসযজ্ঞের পর অবশেষে সিরিয়া গৃহযুদ্ধের একটা পরিণতি দেখলেন বিশ্ববাসী



দীর্ঘ ১৬ বছরের ধ্বংসযজ্ঞের পর অবশেষে সিরিয়া গৃহযুদ্ধের একটা পরিণতি দেখলেন বিশ্ববাসী। দেশটির নিষ্ঠুর শৈরশাসক বাশার আলআসাদ বিদ্রোহীদের ঝোড়ো আক্রমণের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে দামেস্ক থেকে মস্কোর উদ্দেশ্যে পাঁলিয়েছেন। বাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত রবিবার বলেছে, সিরিয়া আরব প্রজাতন্ত্রে সশস্ত্র লড়াইয়ে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে আলোচনার পর বাশার আলআসাদ দেশটির প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি দেশ ছেড়েছেন ও সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বলেছেন। মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, ওই সমঝোতায় কোনো ভূমিকা না রাখলেও সিরিয়ার বিরোধী সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে রাশিয়া। রাশিয়া ‘বৈরোধী পক্ষ’ বলতে প্রেসিডেন্ট বাশারকে হটিয়ে সিরিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেওয়া ইসলামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছে। সিরিয় বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা রাশিয়ার অবস্থানের এক বড় বাঁক বলল হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেননা, গোল সপ্তাহেই রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লавরভে আল জাজিরাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কঠক ভাষায় ওই গোষ্ঠীকে ‘সন্ত্রাসী’ বলে আখ্যায়িত করেন। প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভে ব্যাপক দমনাভিযান চালানোর জের ধরে সিরিয়ায় ২০১১ সালে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ২০১৫ সালে দেশটির অভ্যন্তরীণ ও সংঘাতে রাশিয়া নিজেকে জড়িয়ে বাশারের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে প্রমাণ করে। জাতিসংঘে আসাদকে জোর কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সিরিয়ায় তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বিমানশক্তি পর্যন্ত মোতায়েন করেছিল রাশিয়া। বিরোধীদের ওপর বছরের পর বছর জুলুম নির্যাতনের পরও আসাদের গদি ঠিক থাকার পেছনে অনেকটাই রাশিয়াকে কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন বিশ্লেষকরা। এমন জোরাল সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন সিরিয়ার ভূমধ্যসাগর উপকূলীয় গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী তারতুস পর্যন্ত তাঁর দেশের নৌঘাঁটি সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে, এর কাছাকাছি হেইমানে বিমানঘাঁটি স্থাপন করেন। ২০১৫ সাল থেকে এটি চালু আছে। দুটি ঘাঁটিই সিরিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় প্রদেশ লাতাকিয়ায় অবস্থিত। এ দুই ঘাঁটি রাশিয়ার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অংশ। আসাদ সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও আফ্রিকাজুড়ে প্রভাব বিস্তারমূলক কার্যক্রম চালানোয় ঘাঁটি দুটি ব্যবহার করে আসছে মস্কো। মার্ক গ্যালোটী যুক্তরাষ্ট্রাভিত্তিক গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ম্যাক ইন্সটিটিউশনের প্রধান। পুতিন ও রাশিয়া বিষয়ে কয়েকটি বইয়ের রচয়িতাও তিনি। গ্যালোটী বলেন, ‘রাশিয়ার জন্য সিরিয়ায় থাকা দুটি ঘাঁটিই গুরুত্বপূর্ণ।’ মস্কো গত দুই বছর ধরে ইউক্রেনে অভিযান চালানো নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও লিবিয়া, সুদান ও মধ্য আফ্রিকা নিয়ে তার উদ্বেগ আছে। তবে এসব এলাকায় সিরিয়া প্রভাব বিস্তার করা এবং তা ধরে রাখা অনেকটাই নিরব করছে লাতাকিয়ায় থাকা ওই দুই ঘাঁটির ওপরে।

গ্যালোটী বলেন, ‘ভরস্ক বসফরাস প্রণালি হয়ে কোনো যুদ্ধজাহাজ চলাচলের অনুমতি দেয় না। এর অর্থ হলো, সিরিয়ার তারতুসে নিজস্ব নৌঘাঁটি ছাড়া ভূমধ্যসাগরে নৌশক্তি প্রতীক্যে রাশিয়ার একমাত্র পথ থাকবে বাল্টিক সাগর, যেটি খুব কম সুবিধাজনক।’ এ বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, ‘একইভাবে হেইমানের বিমানঘাঁটি ছাড়া আফ্রিকায় নিষেধের কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিমান সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে তুরস্কের সদিচ্ছার ওপর। এ ধরনের পরিস্থিতি ক্রেমলিনের জন্য সুখকর নয়।’ ক্রেমলিনের পুতিন সন্ত্রের বরাতে রুশ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স বলেছে, সিরিয়ায় আসাদ সরকারকে উৎখাত করার পর দৃঢ়তা এবং পর্যন্ত রাশিয়ার ওই দুই ঘাঁটি ও তাদের কর্মীরা নিরাপদ আছেন। তবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কবন্ধণ পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত মেনিন সূত্রটি। অবশ্য, রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু রুশ রুগার সতর্ক করে বলেছেন যে, নৌ ও বিমানঘাঁটি ঘিরে পরিস্থিতি উত্তেজনারকর অবস্থায় রয়েছে। ‘একজন স্বেচ্ছাসেবক ও পুতিনের মিত্রের পতন’ পুতিন ও আসাদের সমালোচকেরা সিরীয় স্বেচ্ছাসেবক পতনকে দ্রুতই উদ্‌যাপন করেছেন। আসাদ শাসনের সমাপ্তিকে মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য অবসান হিসেবে দেখছেন তাঁরা। রাশিয়ার প্রবীণ বিরোধী রাজনীতিক ইলিয়া ইয়েশিন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এলো লিখেছেন, ‘একজন বৈরশাসক ও পুতিনের মিত্রের পতন হয়েছে।’ ইউক্রেনের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা বলেন, ‘ইউক্রেনে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে আসাদকে বাসের নিচে ছুড়ে ফেলেছেন পুতিন। তাঁর রসদে ঘাটতি পড়েছে। তিনি মেমটাটা দেখাচ্ছেন, তেমনিটা শক্তিশালী নন।’ তবে কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, রাশিয়া যতক্ষণ লাতাকিয়ায় তার ঘাঁটিগুলি থাকে রাখতে পারবে, ততক্ষণ তার সার্বিক নীতিগত উদ্দেশ্য ও আঞ্চলিক অবস্থান এবং সেই সঙ্গে নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের পল সালেম বলেন, মধ্যপ্রাচ্য রাশিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নাম পরিবর্তন খামি Raju San Nicholas (পূর্ণাঙ্গন নাম) পিতা Amulsan Nicholas চিক্কা .VIII+P.O - Choghgharia, P.S - Petropole, District- 24 Pgs (N), Pin- 743235, West Bengal India Additional Chief Magistrate (First Class) at Bongon North 24 Parganas Dated 03-05-2024 এর Affidavit no 3138 যারা আমার নাম এখন থেকে Raju Amulsan Nicholas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলো। Raju Amulsan Nicholas (নতুন নাম) ও Raju San Nicholas (পূর্ণাঙ্গন নাম) একই ব্যক্তি।	Name Change I, Protima Barai (old name) wife of Ripon Barai residing at Vill: 2No Lichutala, P.O- Saguna, P.S- Kalyani, Nadia, Pin: 741245, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pratima Barai Majhi (new name) as declared before the L.d. 1st Class Judicial Magistrate at Kalyani on 05/09/2024. Protima Barai (old name) and Pratima Barai Majhi (new name) both are same and one identical person.
নাম পরিবর্তন খামি Ramesh Majumdar alias Ramesh Chandra Majumdar (পূর্ণাঙ্গন নাম) পিতা Rabintra Nath Majumdar চিক্কা .VIII - Paschim Ramchandrapur, P.O - Palla, P.S - Gopalnagar, District- 24 Pgs(N), Pin- 743701, West Bengal India Additional Chief Magistrate (First Class) at Bongon North 24 Parganas Dated 10-12-2024 এর Affidavit no 2511 যারা আমার নাম এখন থেকে Ramesh Majumdar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলো। Ramesh Majumdar (নতুন নাম) ও Ramesh Majumder, Ramesh Chandra Majumdar (পূর্ণাঙ্গন নাম) একই ব্যক্তি।	Name Change I, Jyoti Prakash Sarkar (old name) son of Tarak Sarkar residing at Neheru Palay Parbatipur, Jharkhal Bazar, P.S- Jharkhal Coastal (Basanti), Barupur, Pin: 743312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jyoti Prokash Sarkar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/12/2024. Jyoti Prakash Sarkar (old name) and Jyoti Prokash Sarkar (new name) both are same and one identical person.
AFFIDAVIT I, Gopal Kumar Agarwal, of Astiva, Flat No. 214/1, 1 Motilal Basak Lane, Kolkata- 700054, Post Office : Phoolbagan, PS: Phoolbagan, District: South 24 Pargana, Aadhar No. XXXXXXXX4160 declared vide affidavit dated 07/10/2024 in the Court of The L.d. Judicial Magistrate, Calcutta (Affidavit Section) vide Registration No. 1106 dated 7th day of October' 2024. Due to my adoption, I will be known as Son of Biswanath Agarwal and Mother: Bimla Devi Agarwal instead of S/o. Girdhari Lal Agarwal and Mother: Gita Devi Agarwal. Hence all documents where father's name of Gopal Kumar Agarwal is written as Son of Girdhari Lal Agarwal be deemed as Son of Biswanath Agarwal.	Name Change I, Sugra Khatoun (old name) W/o Md Islam, residing at 2/H/2, Bhukailash Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Islam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Md Islam (new name) and Islam (old name) both are same and identical person.
Name Change I, Islam (old name) S/o Md Basir, residing at 2/H/2, Bhukailash Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Islam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Md Islam (new name) and Islam (old name) both are same and identical person.	Name Change I, Puspa Rout (old name) W/o Amar Rout, D/O Gobinda Nayek, residing at VILL- MOSTAFAPUR, P.O- MOSTAFAPUR, P.S- KHANAKUL, Hooghly Rural, 712416, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Saraswati Raut (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Saraswati Raut (new name) and Puspa Rout (old name) both are same and identical person.
Name Change I, Zeba Imteyaz (old name) daughter of Md Shafique, wife of Imteyaz Anwar, residing at Railpar Babu Talab Near, A.K. Azad Primary School, Ansansol, Paschim Bardhaman, Pin- 713302, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Zeba Parween (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 09/12/2024. Zeba Parween (new name) and Zeba Imteyaz (old name) both are same and identical person.	Name Change I, SK. MOMIN/SO SK. YASIN GAYEN, RESIDING AT 40/2A, GOLAM JILANI KHAN ROA,KOLKATA-700039 (THPAIN),WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK. MOMIN GAYEN AND DATE OF BIRTH FROM 6TH MAY,1983 TO 28TH MAY,1983 AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE ALPIROE JUDGES COURT,WB VIDE AFFIDAVIT NO.-696994,DT.-08-11-24.SK. MOMIN & SK. MOMIN GAYEN BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON
Name Change I V V S SHASTRI, S/O LATE GANGA PRASAD SASTRY VEDULA, (R/O 117/8 UNIT-1, SOUTH EASTERN RAILWAY,11 GARDEN REACH ROAD, KOLKATA-700043, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VEDULA VENKATA SRINIVAS SHASTRI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/12/2024,THAT V V S SHASTRI AND VEDULA VENKATA SRINIVAS SHASTRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	Name Change I V RAJAKUMARI, W/O VEDULA VENKATA SRINIVAS SHASTRI, R/O 117/8 UNIT-1, SOUTH EASTERN RAILWAY,11 GARDEN REACH ROAD, KOLKATA-700043, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VEDULA RAJAKUMARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/12/2024,THAT V RAJAKUMARI AND VEDULA RAJAKUMARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
Name Change I NITISH SEN,S/O SHIBAPRASAD SEN, R/O JHIKNARA, AKULI, PS-INDUS, BANKURA, 722201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NITISH CHANDRA SEN ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/12/2024,THAT NITISH SEN AND NITISH CHANDRA SEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	Name Change I NITISH SEN,S/O SHIBAPRASAD SEN, R/O JHIKNARA, AKULI, PS-INDUS, BANKURA, 722201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NITISH CHANDRA SEN ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/12/2024,THAT NITISH SEN AND NITISH CHANDRA SEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

